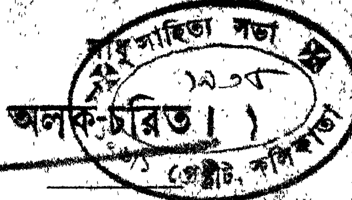
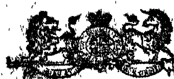


অলর্ক-চরিত।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে গৃহিত।

উদাসীন প্রণীত।

"ত্বকাহং যত্র বসতিস্তস্তোজং যেন জীবতি।
যন্মুক্তয়ে তত্বেবোক্তং জ্ঞানমজ্ঞানমব্যথা॥"





কলিকাতা

২১৩/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেস

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৪।

মূল্য চারি আনা।

সাধু

অলর্ক-চরিত।



মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে গৃহিত।

উদাসীন প্রণীত।

"তদ্গৃহং যত্র বসতিস্তদ্ভোজং যেন জীবতি।
যন্মুক্তয়ে তদেবোক্তং জ্ঞানমজ্ঞানমন্যথা॥"



কলিকাতা

২১০/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৮৪।

বিজ্ঞাপন।

অলর্ক চরিত প্রকাশিত হইল। অসুদ্ধ সংশোধনের সময় আমি স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতে পারি নাই সুতরাং অনেক ভূল রহিয়া গেল যদি জীবিত থাকি দ্বিতীয় সংস্করণের সময়ে যথা সাধ্য ভ্রম সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। পাঠকগণ এবার আমাকে ক্ষমা রুকন।

অনুগত
গ্রন্থকার।

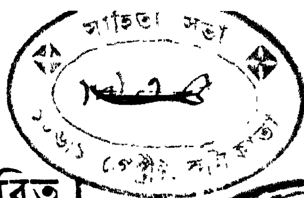
উৎসর্গ পত্র।

স্নেহাস্পদ শ্রীমান রমণীমোহন রায়, সমীপেষু।

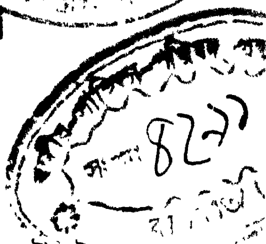
রমণি!

এই পৃথিবীতে লোকে যাহা প্রার্থনা করে তোমার পক্ষে তাহার কিছুরই অভাব নাই; ধন ও মানে তুমি বিভূষিত, বিদ্যা তোমার হৃদয়ের ভূষণ, সৎপ্রসঙ্গে তুমি সর্ব্বদাই অনু-রক্ত, ধর্ম্ম তোমার হৃদয়ের হৃদ্যবস্তু। তোমাকে আর কি বলিব, কিই বা দিব। আমি সংসারে ভিখারী, এই ভিখা-রীর হৃদয়ের ধন "অলর্ক চরিত" লইয়া তোমার নিকট উপ-স্থিত হইলাম। তুমি গ্রহণ করিবে কি? আমার "অলর্ক চরিতে" সৌন্দর্য্য আছে কি না, তাহা আমি জানিনা, তবে কথা এই যে আমি তোমাকে ভাল বাসি, তুমিও আমাকে ভালবাসার চক্ষে দেখ, সুতরাং আশা করি তুমি আমার "অলর্ক চরিত" কে উপেক্ষা করিবে না, কারণ প্রীতির চক্ষে কাচ ও কাঞ্চন বলিয়া বোধ হয়। রমণি। করুণাময় পর-মেশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন—তুমি এই উদাসীনের প্রিয়ধন "অলর্ক চরিতের" অমূল্য সত্য সকল জীবনে পরি-ণত করিয়া সুখী হও।

কলিকাতা, ১১ ই মাঘ, ১২৯০। তোমার উদাসীন।



অলর্ক চরিত।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমাদের দেশীয় শাস্ত্র ও খনিজ রত্ন এ উভয়ই সমান। খনি হইতে রত্ন উদ্ধার করা যেমন অধ্যবসায় ও যত্নের প্রয়োজন, অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্র নিচয় হইতে সত্য সমূহ সংগ্রহ করিতে ততোঽধিক যত্নের আবশ্যক। পৃথিবীর দুই ব্যক্তিকে এক রুচি সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, আমাদের শাস্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রুচিতে প্রকাশিত হইয়া সমাদৃত হইতেছে। যে, যেরুচি সম্পন্ন লোক, আর্য্যশাস্ত্র তাহাকে সেই রুচির অনুরূপ ফল প্রদান করিতে কৃপণ নহে। বর্ত্তমান শতাব্দীর রুচি যদিও আর্য্য-রুচি হইতে পৃথক্, তথাপি আর্য্যদিগের হৃদয়-রত্ন বর্ত্তমান শতাব্দীর কণ্ঠ-ভূষণ হইলে উনবিংশ শতাব্দী তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয়না। বঙ্গভাষা এখন ও দরিদ্র, এই ভাষা আবার বিদেশীয় ভাবে অলঙ্কৃত। আমরা ইচ্ছা করি, দরিদ্র বঙ্গভাষাকে দেশীয় ও বিদেশীয় ভাবরত্ন দ্বারা পরিশোভিত করিব। যথায় যে সুন্দর অলঙ্কার পাইব, তাহাই বঙ্গভাষার কণ্ঠ ভূষণ করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের দেশীয় ভাব গুলি আমাদের

হৃদয়ের অনুরূপ। সেই হৃদয়ের অনুরূপ রত্নসমূহ আবার সংস্কৃত গ্রন্থ নিচয়ে নিবদ্ধ। সুতরাং আমাদের হৃদয়ের আদর্শ-স্বরূপ কোন জীবন-চরিত লিখিতে গেলে, পুরাণাদি গ্রন্থ-নিচয়ের আশ্রয় গ্রহণ করাই নিতান্ত কর্ত্তব্য। তজ্জন্য আমি মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে অলর্ক রচিত সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়া বঙ্গ-ভাষার অঙ্গে একটী ক্ষুদ্র অলঙ্কার পরাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার ইচ্ছা সফল হইবে কি না, তাহা ঈশ্বরই জানেন। তবে "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ"।

পুরাকালে ঋতধ্বজ নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি ধর্ম্মেতে স্থির, জ্ঞানেতে গম্ভীর এবং নীতিতে হিমালয়ের ন্যায় অচল বলিয়া সকলেই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিত। ইনি যৌবনের প্রারম্ভেই স্বীয় রূপ ও গুণের অনুরূপ গন্ধর্ব্ব-রাজ দুহিতা মদালসার পাণি-গ্রহণ করেন। মদালসা একটী সামান্য রমণী রত্ন নহেন। ধর্ম্ম ইহার জীবন পথের পথ প্রদর্শক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান ইহার হৃদয়ের ভূষণ, সংসারে অনাসক্তি ইহার বৈরাগ্য। সন্তানদিগকে ধর্ম্ম ও নীতিতে শিক্ষিত করাই ইহার সাংসারিকতা ছিল। এই মদালসা ও ঋতধ্বজের পুত্রের নামই অলর্ক, অলর্ক যে কেবল মদালসার এক মাত্র পুত্র সন্তান, তাহা নহে। ইহার পূর্ব্বেও মদালসার তিনটি পুত্র জন্মে। কিন্তু তাঁহারা বাল্যকাল হইতেই এমন ভাব শিক্ষিত হইয়াছিলেন যে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইবা মাত্রই ধর্ম্মের অনুশীলনে নিরত থাকিয়া, অবশেষে সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। মদালসাই তাঁহার পুত্রদিগের

শিক্ষয়িত্রী ও গুরু ছিলেন। তিনি এই রূপ কৌশল ক্রমে সন্তানদিগকে শিক্ষাপ্রদান করিতেন, যে, সন্তানেরা অতি সহজেই তাঁহার সদুপদেশ গুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেন এই রূপ লিখিত আছে, এক দিবস তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিক্রান্ত কোন কারণ বশতঃ ক্রন্দন করিতে করিতে মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মা! কতক গুলি বালক একত্রিত হইয়া আমাকে অত্যন্ত অপমান ও প্রহার করিয়াছে। তুমি বাবাকে বলিয়া ইহাদের শাস্তি বিধান কর। বালকগণ কি ইহা জানে না যে আমি রাজ-পুত্র। মদালসা রোরুদ্যমান পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া এই কয়েকটী কথা বলিলেন।

শুদ্ধোঽসিরে তাতঃ ন তেঽস্তি নাম
কৃতং হিতে কল্পনয়া ধৃনৈব।
পঞ্চাত্মকং দেহমিদং তবৈত,
নৈবাস্য ত্বং রোদসি কস্য হেতুঃ।

হে বৎস! তুমি পবিত্র। আত্মার প্রকৃতি, নাম বা উপাধি দ্বারা বিকৃত হইতেপারে না। তোমার নাম বা রাজপুত্র প্রভৃতি উপাধি কল্পনা মাত্র। সুতরাং তুমি রাজপুত্র বলিয়া অভিমান করিতেছ কেন? তোমার এই দেহ পাঞ্চভৌতিক। কিন্তু এই দেহ তুমি নহে তবে দেহের বিকারে ক্রন্দন করিতেছ কেন?

ভূতানি ভূতৈঃ পরি দুর্ব্বলানি,
বৃদ্ধিং সময়ান্তি যথেহ পুংসঃ।

অন্নাম্বু দানাদিভিরেব কস্য,
নতেঽস্তি বৃদ্ধির্নচ তেঽস্তি হানিঃ।

অন্ন এবং জলাদি দ্বারা এই শরীব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শরীরস্থ ভৌতিক পদার্থ ক্ষীণ হইলেই শরীর দুর্ব্বল হইয়া যায়। কিন্তু এই শরীর সবলই হউক্, আর দুর্ব্বলই হউক, তাহাতে তোমার আত্মার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? সুতরাং প্রহার বা অবমাননা দ্বারা তোমার ব্যথিত হওয়ার কোন কারণ দেখিতেছি না। ঈশ্বরই আত্মার বল, তাঁহাকে অনুসন্ধান কর।

দুঃখানি দুঃখোপশমায় ভোগান্,
সুখায় জানতি বিমূঢ় চেতাঃ।
তান্যেব দুঃখানি পুনঃ সুখানি,
জানাত্য বিদ্বান্ সুবিমূঢ় চেতাঃ।

সাংসরিক দুঃখ উপশমের জন্য মূর্খ লোকেরাই বিলাসাদি উপভোগকে সুখ বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, সেই মূর্খেরা কি ইহা জানেন না যে, সাংসারিক সুখ ও দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে।

রাজ কুমার বিক্রান্ত মাতার নিকট এইরূপ সাধু উপদেশ ও ধর্ম্ম শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার হৃদয়জ ধর্ম্মবীজ, সরস ভূমি নিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় অঙ্কুরিত হইয়া, তাঁহাকে বিষয় বিরাগী করিয়া তুলিল। তিনি আর সংসারে তিষ্ঠিতে না পারিয়া সংসারসুখে জলাঞ্জলি পূর্ব্বক ধর্ম্ম-তৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার জন্য

সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিলেন। অতঃপর আর তাঁহার বিজন জীবনের সঙ্গে কাহারও সাক্ষাৎ হয় নাই। গভীর সমুদ্রে সন্তরণকারী মীনকে কি কেহ দেখিতে পায়? কুমার বিক্রান্তের অনুজ সুবাহু ও শত্রুমর্দ্দন নামক ভ্রাতৃদ্বয়ও মদালসার এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগমন করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগমন করিয়া যে কেবল মদালসার পুত্রগণই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও নহে। আমরা যখন চৈতন্য চরিত পাঠ করি, তখন দেখিতে পাই, ভক্তরাজ চৈতন্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপও যৌবনের প্রারম্ভেই সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মাতা ও অপরাপর আত্মীয়বর্গের নিকট বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণের কারণ অনুসন্ধান করিতেন এবং প্রায় সর্ব্বদাই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্য ক্রন্দন করিতেন। ইহা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, চৈতন্য যখন্ সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার জীবনের আদর্শই তাঁহাকে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণে সাহায্য করিয়াছিল। অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, কেন রাজ-কুমার অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভিখারী হইবেন? কেনইবা রাজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য গমন করিবেন? কেনই বা সুখভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া দুঃসাধ্য কঠোর তপস্যা ব্রত অবলম্বন করিবেন? ইহা কেবল পৌরাণিক কল্পনামাত্র। এই ঘটনা কল্পনারঙ্গে অনুরঞ্জিত, কি যথার্থ, তাহার মীমাংসা করিতে আমরা অক্ষম। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, মাতার নিকট শিক্ষিত হইয়া

থিওডর পারক্যাব ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওতঃ জীবন-পথে ভ্রমণ করিতে করিতে কত বিঘ্ন কত বাধা অতিক্রম করিয়া সুবিমল ধর্ম্ম সুধাপানে সক্ষম হইয়াছিলেন। মাতার ধর্ম্ম-ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া মার্টিন লুথার সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। তবে যে কেন মদালসার উপদেশে ওধর্ম্ম ভাবে তাঁহার পুত্র-গণ সংসার বিরাগী ও ঈশ্বরানুরাগী হইবেন না, তাহা বুঝিতে পারি না।

সুশিক্ষিতা ও ধর্ম্মপরায়ণা মাতার পুত্রগণ মাতৃস্তন্যের সহিতই ধর্ম্ম ও নীতিতে সুশিক্ষিত হইতে পারেন, ইহা এক প্রকার ঐতিহাসিক সত্য। একদিকে যেমন পিতা ও মাতায় আকৃতি অনুসারে সন্তানগণেব আকৃতি হইয়া থাকে, অপর দিকে ঠিক্ সেইরূপ পিতামাতাব প্রকৃতি অনুসারে সন্তান-গণের প্রকৃতি সংগঠিত হয়। এক দিগে যেমন সন্তান সন্ততি পিতামাতাব শরীরের অনুরূপ অপর দিকে আবার তাহারই পিতামাতার আত্মাবও প্রতিরূপ। ফল কথা এই যে, সুশি-ক্ষিতা ও ধর্ম্ম পবাবণা মাতার পুত্র কখনই অধার্ম্মিক ও মূর্খ হইতে পারে না। তবে মাতার উপদেশ কতদূর হৃদ্য বস্তু, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝিনা। মাতৃহীণ জাতির সুশি-ক্ষিতা জননীও তাঁহার নীতি-মূলক উপদেশ কল্পনা বৈ আর কি?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এতদিন ঋতধ্বজ সন্তানদিগের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। মদালসাই সন্তানদিগের শিক্ষা ও লালন পালনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এখন তিনি দেখিলেন, মদালসার শিক্ষাতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার তিনটী পুত্রই সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যচারী হইল, রাজ-বংশ নির্ব্বংশ প্রায়। এখন একমাত্র আশার স্থল অলর্ক। সেও যে মদালসার উপদেশে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের অনুগামী হইবে না, তাহারই বা স্থিরতা কি? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ঋতধ্বজের মনে অত্যন্ত সন্তাপ উপস্থিত হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ মদালসার সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "দেখ, তুমি একে একে আমার তিনটী পুত্রকেই সন্ন্যাসী করিয়া দিলে, এখন কে আমার রাজত্বের উত্তরাধিকারী হইবে? ধর্ম্ম সকলেরই পরম লক্ষ্য। কিন্তু কোন্ রাজ-পত্নী যৌবনের প্রারম্ভেই প্রাণসম কুমারদিগকে অরণ্যবাসী করিতে অভিলাষিনী হন? কোন্ রাজা রূপ-গুণ-সম্পন্ন জ্ঞানবান্ পুত্রসত্ত্বেও আপনাকে অপুত্রক বলিয়া মনে করিতে পারেন। শুভে! যা হবার হইয়াছে, এখন এই নবজাত শিশু সন্তানটীকে আর বৈরাগ্য শিক্ষা দিও না। ইহাকে রাজ-নীতি ও ধর্ম্ম-নীতি শিক্ষা দিয়া আমার রাজত্বের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী রূপে প্রস্তুত কর। মদালসা

স্বামী-বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "নরেন্দ্র! তুমি আর বৃথা ক্ষোভ করিও না। আমি এই অলর্ককে তোমার আদেশানুসারেই শিক্ষিত করিতে চেষ্টা করিব। তবে ধর্ম্ম আমা কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইতে পারে না। ধর্ম্মই যখন মানবের একমাত্র আশ্রয়, ঈশ্বরই যখন মানব-জীবনের সুখ-শান্তির একামাত্র উপায়, তখন কোন্ প্রাণে জননী হইয়া প্রাণ-সম পুত্রদিগকে কেবল রাজনীতি ও সাংসারিকতা শিক্ষা দিই? তুমি স্বামী; তোমার অনুজ্ঞাক্রমে এই পুত্র-টীকে কি রাজ-নীতি, কি ধর্ম্ম-নীতি, কি ব্রহ্ম-জ্ঞান সকল বিষয়েরই উপদেশ দিব। ইহার ফল কি হইবে, তাহা আমি জানি না। অলর্কের বয়োঃবৃদ্ধির সহিত মা ।।সাব কর্ত্তব্য ভারও গুরুতর হইয়া উঠিল। এত দিন তিনি কেবল মাত্র অলর্কের জননী ছিলেন। সাধারণ জননীর ন্যায় সন্তান পালনাদি কার্য্যেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। এখন তিনি আবার অলর্কের গুরু ও শিক্ষয়িত্রী। জননীর স্নেহ, শিক্ষয়িত্রীর শাসন, গুরুর গাম্ভীর্য্য তাঁহাব হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি স্নেহ-প্রবণা জননী হইয়া কত স্নেহ কত আদব ও কত ভালবাসা দেখাইতেন। উপযুক্ত শিক্ষ-য়িত্রী হইয়া দুরূহ নৈতিক প্রশ্ন সমূহের মীমাংসা করিতেন এবং সদ্গুরু হইয়া ধর্ম্ম-ভাব দ্বারা সন্তানের হৃদয়জ ধর্ম্ম ভাবকে উত্তেজিত করিতেন। কি শারীরিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক, সকল বিষয়ই তিনি অলর্ককে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন! তাঁহার এই শিক্ষা নূতন শিক্ষা।

রাজার কর্ত্তব্য প্রজাপালন—বিধি, শত্রু ও মিত্রের সহিত রাজার ব্যবহার, রাজ-নীতিই যথার্থ ধর্ম্ম নীতি, মদালসা বালক অলর্ককে বাল্যকাল হইতেই এই সব গুরুতর বিষয় শিক্ষা দিতে লাগিলেন। মদালসা বলেন,—

ধন্যোসিরে যো বসুধাম শত্রুঃ
রে কশ্চিরং পালয়িতাসি পুত্র।
তৎ পালনাদস্তু সুখোপভোগঃ
ধর্ম্মাৎ ফলং প্রাপ্স্যসি চামরত্বং।

হে পুত্র! তুমি শত্রুহীন হইয়া একাকী বসুধাকে পালন করতঃ ধন্য হও। এই বসুধাকে পালন করাতেই যথেষ্ট সুখ উপভোগ করিতে পারিবে এবং ধর্ম্মের বলে অমরত্ব ও প্রাপ্ত হইবে।

"ধরা মরান্ পর্ব্বসু তর্পয়েথা
সমীহিতং বন্ধুষু পুরয়েথা।
হিতং পরস্মৈ হৃদি চিন্তয়েথা
মনঃ পর স্ত্রীষু নিবর্ত্তয়েথা।"

উৎসবোপলক্ষে গৃহাগত রাজন্যগণকে সদ্ব্যবহারে তৃপ্ত করিবে। নিকটবর্ত্তী বন্ধুদিগের অভাব-সমূহ দূর করিবে। সর্ব্বদা পরের হিত চিন্তা করিবেক। ভ্রমেতে ও পরস্ত্রী-বিষয়ক চিন্তা মনে স্থান দিবে না।

"যজ্ঞৈর নেকৈর্বিবুধানযস্ব
মর্থৈর্দ্বিজান্ প্রীণয় সংশ্রিতাংশ্চ

স্ত্রিয়শ্চ কামৈরতু লৈ-শ্চিরায়
যুদ্ধৈশ্চারীং তোষয়িস্তা সি বীরং।"

যজ্ঞ দ্বারা পণ্ডিতদিগকে, অজস্র অর্থদানে ব্রাহ্মণ ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে প্রীত করিবে। স্ত্রীর বাসনা অচিরে পূর্ণ করিবে। হে বীর! যুদ্ধদ্বারা শত্রুদিগকে সন্তুষ্ট করিবে।

মদালসা শৈশব হইতে এই প্রকার উপদেশ দিয়া অলর্কের জ্ঞান-বৃত্তি ও নৈতিক প্রবৃত্তি সকল পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত করিলেন। সুকুমার মতি অলর্ক স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবেই যেন বালক সুলভ চাঞ্চল্য অবহেলা করিয়া কৌমারে পদার্পণ করিলেন! অনন্তর রাজা ঋতধ্বজ কুমারকে উপনয়নে দীক্ষিত করিলেন। কুমার কৃতোপনীত হইয়া মাতাকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন, "মাতঃ! ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল ও সুখের জন্য কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি আমাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া উপকৃত করুন।"

বৎস! রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রথমতঃ প্রজানুরঞ্জন কার্য্যে রত থাকিবে। ধার্ম্মিক রাজাদিগের পক্ষে প্রজানুরঞ্জনই পরম ধর্ম্ম। রাজ-নীতি ও ধর্ম্ম-নীতি এই দুইটী পৃথক বস্তু। কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিকেরা এই পার্থক্য দূর করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্। যেখানে স্বার্থ সেখানেই ধর্ম্মের অভাব। তুমি সর্ব্বদা নিঃস্বার্থ হইয়া কার্য্য করিবে। তাহা হইলে রাজনীতিতে ও ধর্ম্মনীতিতে আর পার্থক্য থাকিবে না। অক্ষ-

ক্রীড়া, দিবা-নিদ্রা, বৃথা-ভ্রমণ, কোন প্রকার অবসাদক পানীয় দ্রব্য-পান, বিসয়াসক্তি, পরনিন্দা, ব্যভিচাব, স্ত্রী বা মৃগয়াতে অনুরক্তি ইত্যাদি ব্যসনজ দোষ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। অ আ্মাকে কামাদি রিপু হইতে রক্ষা কবিবে। মন্ত্রণা দ্বাবা রাজ্য এবং সবিশ্বস্ত অনুচব দ্বারা শরীর রক্ষা করিবে। সর্ব্বদা মন্ত্রণা গোপন ব ি.ত চেষ্টা করিবে। যদি রাজা তাঁহার মন্ত্রণা গোপন করিতে শিক্ষা না করেন, তবে তিনি চক্র হীন রথেব ন্যায়, পদে পদে বিপদগ্রস্ত হইবেন। গুপ্ত চর দ্বারা অমাত্যদিগের চেষ্টা অবগত হইবে। তোমার কোন অমাত্য যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তাহা হইলে, তাহাব সঙ্গে এমন সদ্ব্যবহার করিবে, যাহাতে সে তোমার অনিষ্ট চিন্তা হইতে বিরত হয়। জ্ঞাতি প্রভৃতি বন্ধুদিগকে বিশ্বাস করিও না। যাহারা জ্ঞাতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আবদ্ধ নয়, কার্য্য কালে তাহাদিগকে বিশ্বাস করিবে। স্থান-বৃদ্ধি-ক্ষয়জ্ঞ ও ছয় প্রকার গুণজ্ঞ এবং গুণগ্রাহী ভূপতি কামের বশবর্ত্তী হইবেন না। রাজা প্রথমতঃ আত্মা অর্থাৎ কামাদি রিপুগণকে, পরে মন্ত্রী এবং ভৃত্যদিগকে জয় কবিবেন। এই সকল জিত হইলে, পৌর জনদিগকে বশীভূত করিবেন। অনন্তর শক্রজয়ে প্রবৃত্ত হইবেন। যে রাজা এই সমস্ত জয় না করিয়া শত্রু জয়ে প্রবৃত্ত হন, তিনি আত্মা ও অমাত্য-বর্গ দ্বারা অভিভূত হইয়া শত্রু-জয়ে অক্ষম হন। অতএব হে পুত্র! প্রথমতঃ কামাদি রিপুগণকে জয় করিবে। কামাদি রিপু জিত হইলেই অপরাপর শত্রুবর্গও অচিরে পরাভূত হইবে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ_মান এবং হর্ষ, ইহারাই রাজাদিগের বিনাশক। মনে করিয়া দেখ, পাণ্ডু কামাসক্ত হইয়াই বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন। অনুহ্লাদ ক্রোধ বশবর্ত্তী হইয়াই আত্মজ দ্বারা হত হইলেন। ঐল ওবেন লোভাকৃষ্ট হইয়াই ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলেন। অভিমানে বলি এবং অতিহর্ষে পুরঞ্জয় হতশ্রী হইয়া ছিলেন। মহারথী ইন্দ্র এই সমস্ত জয় করিয়া সর্ব্বজয়ী হইলে, দেবতারা তাহাকে রাজসিংহাসন সনে উপবিষ্ট করতঃ স্বর্গের রাজত্ব প্রদান করিলেন। নৃপতিগণ কাকের নিকট মন্ত্র-গুপ্তি, কোকিলের নিকট সুমিষ্ট ভাষা, ভৃঙ্গের নিকট সারগ্রাহিতা এবং মৃগের নিকট ক্ষিপ্রহস্ততা ও সতর্কতা শিক্ষা করিবেন।

"কীটকস্য ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ বিপক্ষে মনুজেশ্বরঃ।
চেষ্টাং পিপীলিকা লবঞ্চ কালে ভূপঃ প্রদর্শয়েৎ॥"

শত্রু-সমক্ষে কীটের কার্য্যানুকরণ কবিবে। এবং কালে পিপীলিকার ন্যায় সচেষ্ট-হইয়া কার্য্য-কৌশল প্রদর্শন করিবে। কীট যেমন অতি সংগোপনে ও নিঃশব্দে বৃক্ষের ত্বক-মধ্যে প্রবিষ্ট হওতঃ সেই বৃক্ষকে অসার করিয়া তোলে, রাজা ও সেইরূপ শত্রুদিগের বল ও শক্তি বুঝিয়া অতি গোপনে শত্রু-ছিদ্র অনুসন্ধান পূর্ব্বক এমন ভাবে তাহাদের অভিসন্ধি বুঝিয়া চলিবেন, যেন ঘুণাক্ষরে ও তাহারা তাহার অভিপ্রায়

বুঝিতে সক্ষম না হয়। পিপীলিকা যেমন কোন একটী কার্য্য আরম্ভ করিয়া, তাহার শেষ না হইলে, তাহা হইতে বিরত হয় না, ভূপতিদিগকে ও চেষ্টা সম্বন্ধে সেইরূপ করিয়া চলিতে হইবে। দেব-রাজ ইন্দ্র পৃথিবীকে উর্ব্বরা করিবার জন্যই যেমন অবিশ্রান্ত মেঘ-বারি বর্ষণে ধরাকে সিক্ত করেন, দিবাকর সহস্র রশ্মি দ্বারা ভূমিকে শস্য-শালিনী করিবার জন্যই যেমন ত্রিদশেশ্বরের সিক্ত জল শোষণ করিয়া থাকেন, মহি-পতিও কখন কখন সেইরূপ অজস্র অর্থবর্ষণে প্রজাপুঞ্জের মনস্তুষ্টি করতঃ তাহাদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন। আর কখন কখন ন্যায়তঃ করগ্রহণ করিয়া রাজ্যের উন্নতির জন্য কোষ ভাণ্ডার ধন পূর্ণ করিবেন। ধর্ম্ম-রাজ যম যেমন ন্যায়ের অনুরোধে, যথাকালে ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক এই উভয়বিধ মানবকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন, রাজাও সেইরূপ ন্যায়ের পক্ষপাতী হইয়া দণ্ডার্হ, কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, সকলকেই সমভাবে দণ্ডবিধান করিবেন। বায়ু মানব-নেত্রের অন্তরালে থাকিয়াও সর্ব্বত্র গমনাগমন করে। নরপতিও সেইরূপ স্বয়ং অলক্ষিত ভাবে থাকিয়া গুপ্তচর দ্বারা প্রকৃতি পুঞ্জ, অমাত্য ও বন্ধু-বর্গাদির মনের ভাব অবগত হইবেন। হে বৎস যে রাজার মন লোভ কাম ও অর্থে-অনাকৃষ্ট, স্বর্গ-দ্বার তাহারই জন্য উন্মুক্ত।

কুমার অলর্ক-মাতার নিকট এই সমস্ত সার-গর্ভ উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন, জননি!

আপনি আমাকে রাজনীতি ও তৎসম্বন্ধীয় অনেক বিষয় শিক্ষা প্রদান করিলেন, এখন আমি বর্ণ ও আশ্রমাত্মক ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। মদালসা বলিলেন, কুমার! তবে আরও কিছু বলিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ, এই ত্রিবিধ ব্রাহ্মণ দিগের ধর্ম্ম। যাজন অধ্যাপন এবং সাত্বিক দান পরিগ্রহ, এই ত্রিবিধ ইহাদের জীবিকা। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ ইহাই ক্ষত্রিয় দিগের ধর্ম্ম। প্রজা-পালন ও যুদ্ধ ব্যবসায়ই ইহাদিগের জীবিকা। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ ইহাই বৈস্য দিগের পরম ধর্ম্ম। বাণিজ্য, পশু-পালন ও কৃষি-কার্য্যই ইহাদের জীবিকা। যজ্ঞ, দান এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ত্রবের সুশ্রু-ষাই সুদ্রের ধর্ম্ম। কারু-কার্য্যই ইহাদিগের জীবিকা। অতঃপর মদালসা স্বীয় পুত্র অলর্ককে বর্ণ, আশ্রম ও কাম্য কর্ম্মাদি বিষয়ক অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন। বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ হইল না। পাঠক! হয়ত বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন। এবম্বিধ কঠোর ধর্ম্ম-নীতি, কুটিল রাজ-নীতি, আর কি উপন্যাস প্রিয় বঙ্গে আদৃত হয়? আমি আখ্যায়িকা লিখিতে বসিয়া নায়ক, নায়িকার রূপ বর্ণনা করিলাম না। উপন্যাস লিখিতে সরোবর কাক ও কোকিল কণ্ঠ ধ্বনির বর্ণনা উপেক্ষিত হইল। পুরাণ অনুবাদ করিতে বসিয়া গিরি, পুলিন, সৈকত ও হৈমবতী নগরীর বর্ণনা করিলাম না, ইহা অপেক্ষা অপরাধের বিষয় আর কি হইতে পারে? পাঠক! এবার আমাকে

ক্ষমা করুন। এখন আমি অনুবাদক, "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং।" যাহা মূলে দেখিব, তাহাই লিখিব। সুতরাং অলর্কের শিক্ষা লইয়াই আমাকে এত সময় অতিবাহিত করিতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অলর্কের শিক্ষাতে কত কাল অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত নাই। তবে এইমাত্র বলাযায়, মদালসা স্বীয় পুত্রকে প্রথমতঃ সাধারণ নীতিতে শিক্ষিত করেন। পরে রাজ-নীতি ও বর্ণাদি ধর্ম্ম-নীতি বিষয়ে উপদেশ দেন। এখন ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, মদালসার সকল উপদেশই নীতি মূলক। আর ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, শিক্ষার ভিত্তি ভূমি নীতি। ধর্ম্মই বল, আর রাজ-নীতিই বল, প্রকৃত নীতি ভিন্ন এই উভয়ই ভিত্তিহীন গৃহের ন্যায় অলীক শব্দ মাত্র। তবে নীতির মূলেও ধর্ম্মের প্রয়োজন। মদালসার উপদেশের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি ধর্ম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; নীতি-মূলক, রাজ-নীতি-মূলক ও পরমার্থ-মূলক। নীকি-মূলক ধর্ম্মের শিক্ষা সকলকে সম ভাবে দেখ। কখনও কাম-পরবশ হইওনা, পরের উপ-

কার কর। রাজ-নীতি মূলক ধর্ম্ম এই যে, অধ্যয়ন কর, যজ্ঞ কর, দান কর। পরমার্থ-মূলক ধর্ম্ম, এই শিক্ষা দেয় যে, সাধুর অনুসরণ কর, সাধুই যোগ-পথ দেখাইয়া দেন; যোগই মুক্তির উপায়। এই পরমার্থ মূলক ধর্ম্ম একবারে সর্ব্বশেষে উক্ত হইয়াছে। সে যাহা হউক, নীতি, রাজ পুত্রদিগের রাজ-নীতির ভিত্তি। নীতি ও রাজ-নীতিতে শিক্ষিত না হইলে, পুরাকালে রাজ-পুত্রেরা যে রাজ্যও বিবাহের উপযুক্ত হইতেন না, মদালসার পুত্র অলর্ক-চরিত্রে তাহাই লক্ষিত হয়।

মাদালসা অলর্ককে সুশিক্ষিত ও পরিণয়োপযুক্ত দেখিয়া মনে করিলেন, এখন কুমার অলর্ককে বিবাহ-বন্ধনে সম্বদ্ধ করা কর্ত্তব্য। অনেকেই মনে করেন, সারীরিক অবয়ব পূর্ণ হইলেই বিবাহের সময় উপস্থিত হইল। আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃত জ্ঞানীব পক্ষে কেবল তাহা নহে, মানসিক বিকাশ ও প্রয়োজনীয়। কি স্ত্রী, কি পুরুষ উভয়ের মধ্যেই একদিকে যেমন শারীরিক বিকাশকে বিবাহের উপযুক্ত ব'লয়া মনে করি, অপর দিগে সেই রূপ মানসিক বিকাশ ও কোন ক্রমে উপেক্ষনীয় নহে। কারণ বিবাহের গুরুতর দারিত্ব বহন করা একমাত্র শরীরের পক্ষে সর্ব্বথা অসম্বব। মানসিক বিকাশই গুরুতর দারিত্ব বোধ শিক্ষা দেয়! সেই দায়িত্ব বোধই মনুষ্যদিগকে কর্ত্তব্য পরায়ণ করিয়া বিবাহ-ব্রত পালনে সক্ষম করিয়া থাকে, নতুবা বিবাহের পবিত্রতা রক্ষা হয় না। যে দেশ নীতিতে

দুর্ব্বল, যে দেশে সৎসাহসের অভাব, যে দেশ নীচতা ও কাপুরুষতাকেই গর্ব্ব জনক মনে করে, সেই দেশবাসীদিগের পক্ষে বিবাহ-বিষয়ে সতর্কতা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সৎ-নীতি ও সৎসাহস শিক্ষা করিবার একমাত্র স্থান পিতা ও মাতা। পিতা মাতা যদ্যপি শিক্ষা-হীন, নীনি-হীন ও ধর্ম্ম-হীন হন, তবে সে দেশের উন্নতি সুদূর পরাহত। সুতরাং যাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা যে দেশকে উন্নতি করিব, জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিব, গণনীয় দশ জাতির মধ্যে এক জাতি হইব, তাঁহারা আর্য্য-রমণী মদালসার শিক্ষা ও পুত্রের প্রতি উপদেশ স্মরণ করিবেন। সার কথা এই, দেশের অভাব দূর করিতে হইলে, শিক্ষিত পিতা মাতার প্রয়োজন। মদালসাও অলর্ককে উপযুক্ত পিতা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

"স এব মনুশিষ্টঃ সন্মাত্রা সংপ্রাপ্য যৌবনং
ঋতধ্বজ সুতশ্চক্রে সম্যদ্দার-পরিগ্রহং।"

রাজা ঋতধ্বজের পুত্র অলর্ক, মাতা মদালসা কর্ত্তৃক অনু-শাসিত হইয়া দার পরিগ্রহ করিলেন। কিছু দিন অতীত হইলেই কুমার অলর্ক পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিয়া যজ্ঞাদি বিবি-ধ উপায়ে ব্রাহ্মণদিগকে এবং আজ্ঞাপ্রতিপালনে পিতামাতা প্রভৃতি বন্ধুবর্গকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই স্বীয় প্রতিভা বলে পণ্ডিত মণ্ডলীকে বশীভূত করি-লেন। কঠোর রাজ নীতির মীমাংসা দ্বারা অমাত্যগণের

প্রিয় হইয়া উঠিলেন। সৌজন্য ও সদ্ব্যবহারে পুরবাসী দিগের হৃদয় অনুরঞ্জন করিয়া তাহাদিগের স্নেহ ও শ্রদ্ধা ভাজন হইলেন। দয়া ও দাক্ষিণ্য গুণে প্রজাদিগের এক মাত্র আশা স্থল হইলেন। এই প্রকারে অলর্ক সকলেরই প্রীতি ভাজন হইয়া উঠিলেন।

এইরূপ কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে পর, বৃদ্ধ ভূপতি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "কুমার! আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, অন্তিম কাল কোন দিন উপস্থিত হইবে জানি না এখন আমার ইচ্ছা রাজ্য-ভার তোমার হস্তে সম্পর্পণ করিয়া বনে গমন করি। তোমার অবিদিত নাই যে বৃদ্ধ ক্ষত্রিয় গণ উপযুক্ত পুত্রের হস্তে রাজ্য ভার অর্পণ করিয়া বনে গমন করিয়া থাকেন। এবং তথায় যোগাভ্যাসে তনুত্যাগ করেন। আমি ও তাহাই সংকল্প করিয়াছি, এখন তুমি আমার রাজ্য-ভার গ্রহণ কর।"

এই বলিয়া ধর্ম্মাত্মা রাজা ঋতধ্বজ অলর্ককে রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সহধর্ম্মিণী মদালসার সহিত বন প্রস্থান করিলেন। বন প্রস্থান কালে মদালসা পুত্রকে আহ্বান করিয়া এই উপদেশ দিয়া যান "যখন তোমার প্রিয় বন্ধু বিয়োগ জণিত অসহ্য দুঃখ উপস্থিত হইবে, শত্রুর আক্রমণে যখন চিত্ত চঞ্চল হইবে, চিত্ত নাশে যখন মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে, রাজ্যশাসন করিতে করিতে যখন এই মায়াময় সংসার শোকদুঃখের হেতুভূত বলিয়া বোধ হইবে তখন এই অঙ্গুরীয়কে লিখিত উপদেশটী পাঠ করিও।" এই বলিয়া

মদালসা স্বীয় অঙ্গুলী হইতে সুবর্ণ অঙ্গুরীয়ক উন্মোচন করিয়া পুত্রের অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিলেন।

রাজা ঋতধ্বজ ও মদালসা বনে গমন করিলে, চতুর্দ্দিগ ক্রন্দন ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল।] পুরবাসী গণ প্রিয়তম বৃদ্ধ রাজাকে চির দিনের জন্য হারাইয়া শোকে অধীর হইলেন। সচিববর্গ ধর্ম্মাত্মা ভূপতি, প্রজাবৎসলা মদালসার বিরহে শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রকৃতি পুঞ্জ পিতৃহীন বালকের ন্যায় ক্রন্দন রবে রাজপুরী প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। রাজপুরীও যেন শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বিষন্ন ও মলিন হইয়া উঠিল। অতুল ধনের ঈশ্বর তপস্যার জন্য বনবাসী হইলেন। বিলাস বাসনায় মনের আশা পূর্ণ হইল না বলিয়াই আশা পূর্ণ করিবার জন্য বৃদ্ধ বয়সে ও যুবকের ন্যায় কঠোর তপস্যা ব্রত অবলম্বন করিলেন ও ব্রহ্ম সাধনে নিরত হইলেন। এইরূপ রাজা ঋতধ্বজের জীবনের প্রথমাঙ্ক পরিসমাপ্ত সূচক যবনিকা নিপতিত হইল। তাঁহার জীবনের শেষ ভাগ ও অধ্যাত্মিক অভিনয়ের অন্তরালে পড়িল।

কি আশ্চর্য্য দিবাকর যখন অস্তমিত হন, তখন তাঁহার বর্ণ তাম্র। আর যখন পূর্ব্ব গগণে সমুদিত হন তখনও তাঁহার বর্ণ তাম্র। তবে লোকে দিবাকরের অস্তকে ভয় সূচক বলিয়া মনে করে কেন তবে সন্ধ্যা আমাদের নিকট বিপদ পূর্ণ আর প্রাতঃকালই বা এত রমণীয় কেন, এক দিবাকরই তো সন্ধ্যাও প্রাতঃকালের নিয়ামক। তাহার

নিজের তো কোন পরিবর্ত্তন নাই। তবে এ কেবল আমার মনের পরিবর্ত্তন। সুস্থ মন তো কখনও অকারণে পরিবর্ত্তন চক্রে ভ্রমণ করে না। তবে মনের এই পরিবর্ত্তনেরই বা কারণ কি বুঝিয়াছি, সূর্য্য তাম্র বর্ণ হইয়া অস্ত যায় বটে, কিন্তু আশার সংবাদ লইয়া উঠে এই মাত্র প্রভেদ। তুমি মনুষ্য এক শব্দের নামা অর্থ করিতে তোলার অধিকার আছে, কিন্তু ইহাও জানিবে যে সম্পদ বা বিপদ সহতের রূপ বিকৃত করিতে পারে না কল্য বৃদ্ধ ভূপতি বনে গমন করিলেম, রাজ-পুরী যেন সন্ধ্যার পর ঘোর অন্ধকারের আশঙ্কায় নিরাশ হইয়া কতশোক, কতকষ্ট, কতদুঃখ প্রকাশ করিতেছিল। অদ্য আবার সেই রাজ পুরী সুসজ্জিত হইয়া যেন প্রজাবর্গকে কত আশা কত আনন্দ কত তৃপ্তির সংবাদ প্রদান করিতেছে তাহার ইয়ত্বা করা যায় না। কল্য যেরূপ, যেগুণ ও যে সৌন্দর্য্য সম্পন্ন বিভা কর পুরীর পশ্চিম গগণে নিরাশার সংবাদ বলিতে বলিতে অস্তমিত হইয়াছেন, অদ্য আবার সেই পুরীর পূর্ব্বগগণে আশার সম্বাদ লইয়া সেইরূপ সেইগুণও সেই প্রকৃতি সম্পন্ন নববিভাকর সমুদিত হইয়া প্রকৃতিরঞ্জন করিতেছে। যে রাজ প্রকৃতি কল্য যে শ্রীতে অস্তমিত হইয়াছিল, অদ্য আবার সেই রাজ—প্রকৃতি সেই শ্রীতে সমুদিত হইয়াছে। কল্য পুরী নিরাশ সাগরে ডুবিতেছিল অদ্য আশাময়, শান্তিময় ও সুখময়। কল্য পৌর ও জানপদবর্গ ম্লানবদনে যে সূর্য্যের অস্ত গমন সন্দর্শন করিতেছিল অদ্য আবার তাহারা সেই সূর্য্যের প্রতিরূপ

নব সূর্য্যের উদয়ে 'আনন্দধ্বনি কদিঙ্‌মণ্ডল কম্পিত করিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কুমার অলর্ক রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজা পালনে রত হইলেন। দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন দ্বারা অল্পদিনেব মধ্যেই রাজগণের অগ্রণী ও প্রজা বৎসল বলিয়া সমাদৃত হইতে লাগিলেন। যজ্ঞ, দানাদি বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া শান্তি উপভোগে রত হইলেন। তাঁহার পুত্রও মহাবল-পরাক্রান্ত হইয়া অধর্ম্মের পরম শত্রু হওতঃ ধর্ম্মাত্মা ও মহাত্মারূপে পিতার সুখশান্তি বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। অলর্ক ন্যায়ানুসারে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেই অর্থ দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চয় করতঃ ধর্ম্ম ও অর্থের বিরোধভাব নিরাকরণ পূর্ব্বক বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে অলর্ক বহু বর্ষ পৃথিবী পালনে রত থাকিয়া ও ধর্ম্ম অর্থ কাম-নাতে স্থির ভাবে রহিলেন

এদিকে তাঁহার অরণ্যচারী ভ্রাতা সুবাহু, কনিষ্ঠ ভ্রাতার ঈদৃশ বিষয় ভোগের কথা শ্রবণ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অলর্ককে প্রবুদ্ধ ও শ্রেয় পথে আনিবার জন্য অলর্কের চির বৈরী কাশীরাজেব শরণাপন্ন হইলেন।

কাশীরাজ দূত মুখে মহারাজ অলর্কের নিকট বলিয়া পাঠান যে, 'তোমার অগ্রজ রাজ্যপ্রার্থী হইয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে প্রদান কর। অলর্ক দূত মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া বলিলেন, "হে দূত! তুমি কাশীরাজকে বলিও, আমি তাঁহার ভয়ে ভীত নহি। আমি ভয় পরবশ হইয়া তাঁহাকে কিয়দংশ ভূমিও প্রদান করিব না। অগ্রজ সুবাহু কি আমার নিকট রাজ্য ভিক্ষা চাহেন? ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তো ভিক্ষা নহে, একমাত্র বীর্য্যই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। যে ক্ষত্রিয়ের বীর্য্য সাহস ও বাহু বল নাই, সে কি আবার রাজা হইবার উপযুক্ত? রাজ সিংহাসন বীরের জন্য, কাপুরুষের জন্য নহে। দূত! তোমার রাজাকে বলিও, তিনি কি আমাকে এমন ভীরু মনে করেন যে আমি ক্ষত্রিয় হইয়াও বিনাযুদ্ধে পিতৃদত্ত সিংহাসন অপরকে ছাড়িয়া দিব? পিতা আমাকে সিংহাসনের উপযুক্ত মনে করিয়াই আমার উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়াছেন। কেবলমাত্র অপত্য-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে উত্তরাধিকারী করিয়া যান নাই। আমি কি বিশ্বাস ঘাতক? পিতা যে বিশ্বাসে আমাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, যতদিন এই দেহে বিন্দুমাত্রও শোণিত প্রবাহিত থাকিবে, যতদিন এই শরীর হইতে অস্থি, চর্ম্ম ও মজ্জা পৃথক্ না হইবে ততদিন এই বিশ্বাস রক্ষা করিব। আর ইহাও নিশ্চয়, যত দিন এই রাজপুরী শৃগাল কুক্কুরের আবাস স্থান না হইবে, যতদিন এই রাজবংশ সম্পূর্ণরূপে

নির্ম্মূল না হইবে, ততদিন এই রাজ্য অলর্কের বংশধরের ভিন্ন অপর কাহারো হইবে না দূত! তুমি কাশীরাজকে বলিও, ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধকে ভয় করে না। আমিও ক্ষত্রিয়-তনয়, ক্ষত্রিয়োচিত বা বীরোচিত কার্য্যে ভীত নহি।

কাশীরাজ স্বীয় দূত মুখে অলর্কের এবম্বিধ আস্পর্দ্ধা-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সসৈন্যে অলর্কের সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে গমন করিলেন। এদিকে অলর্কও সৈন্য সহ কাশীরাজের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে উভয় সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইল। তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল। অনবরত দুই বৎসর কাল ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। সংগ্রামে সংগ্রামে প্রজাগণ একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িল। অপর দিকে শত্রুপক্ষ, করদ রাজা ও মন্ত্রিবর্গকে উৎকোচ প্রদানে, সেনাপতিগণকে প্রলোভনে এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকদিগকে ভয় প্রদর্শনে বশীভূত করিলেন। কাশী-রাজ এই উপায় অবলম্বন করিলে অলর্ক দুর্ব্বল হইয়া পড়ি-লেন। দুর্গ রক্ষকেরাও বিপক্ষের বশীভূত হইয়া পড়িল। যুদ্ধ আর চলে না। কাশীরাজ নানা চক্রান্তে অলর্কের প্রজা-দিগকে হস্তগত করিলেন। ক্রমে ধনাগার ধন শূন্য হইয়া পড়িল। বিপক্ষ-কর্ত্তৃক রাজপুরী অবরুদ্ধ হইল।

রাজা অলর্ক এইরূপে দিন দিন ক্ষীণ বল ও হীনসাহস হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইলেন। নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া তাঁহার মস্তিষ্ক অধিকার করিল। কত উপায় অবলম্বন করিলেন, কোনটীই ফলপ্রদ হইল না।

বন্ধুদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু পরামর্শদাতা মিলিল না। এখন নিজেই নিজের বন্ধু। যতই আত্ম-চিন্তা করেন, ততই বিষাদের ঘনতিমির আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে আক্রমণ করিল। এ অবস্থায় কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, অবশেষে ভাবিলেন, রাজ-পুরী হইতে বহির্গমন করিবেন; কার্য্যতঃ তাহাই হইল। রাজপুরীতে তাঁহার আর স্থান হইল না। রাজা অলর্ক অরণ্যবাসী হইলেন।

একদিন অলর্ক কোন সরোবর তটস্থ বৃক্ষমূলে বসিয়া নানা বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় মাতৃ-দত্ত অঙ্গুরীয়কের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তখন তাঁহার মনে হইল যে, এই অঙ্গুরীয়কের লিখিত বিষয় গুলি পাঠ করিলেই আমার কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারিব। মাতৃ-বাক্য কখনই বৃথা হইবে না। এখন সরোবরে স্নান করিয়া অঙ্গুরীয়কে লিখিত সন্দর্ভ পাঠ করি। এই বলিয়া অবগাহন পূর্ব্বক এই শ্লোক দুইটী পাঠ করিলেন।

"সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা ত্যজ্যঃ সচেত্যক্তুং নশক্যতে
স সদ্ভি সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গোহি ভেষজম্।
কামঃ সর্ব্বাত্মনা হেয়ো হিতুং শ্চেচ্ছক্যতে ন সঃ
মুমূক্ষান্ প্রীতি তৎ কার্য্যং সৈব তস্যাপি ভেষজং।"

মনুষ্য সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবেন। যদি ইহাতে ও অপারগ হও, তবে সাধু সহবাসই কর্ত্তব্য। ইহাই বিষাদ-রোগের এক মাত্র মহৌষধ। সকল প্রকার

অভিলাষ পরিত্যাগ করা উচিত। যদি তাহা করিতে অক্ষম হও, তবে মুক্তির জন্য চেষ্টা করিও। মুক্তি চেষ্টাই বিষাদ রোগের মহৌষধ।

অলর্ক এই সার-গর্ভ উপদেশ পাঠ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং মুক্তি-চেষ্টা স্থির নিশ্চয় করিয়া মহামনা মহর্ষি দত্তাত্রয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা অলর্ক, নিষ্কাম ও নিঃসঙ্গ মহামনা দত্তাত্রয়কে প্রণিপাত পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, "ব্রহ্মণ! আপনি শরণার্থদিগের একমাত্র আশ্রয়। আমি সংসার-পীড়ায় পীড়িত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইতেছি, আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। আমি অতি দীন, আমাকে দয়া করুন।" অলর্কের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহামনা দত্তাত্রয় বলিলেন, হে রাজন্! আপনার দুঃখ অদ্যই বিনাশ করিব। কিন্তু আপনার এই দুঃখের কারণ জানিবার জন্য আমি অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি।" দত্তাত্রয়ের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া অলর্ক চিন্তা করিতে লাগিলেন। শরীরই ত্রিবিধ দুঃখের স্থান। ইহা বিবেচনা করিতে করিতে অলর্ক আর হাস্য সংবরণ করিতে না পারিয়া এই কথা বলিয়া উঠিলেন, "আমি মৃত্তিকা বা সলিল নহি, জ্যোতি অথবা বায়ু নহি, আমি আকাশের অতীত বস্তু, কিন্তু শরীরকে আশ্রয় করিয়া সুখ ইচ্ছা করিতেছি। এই পাঞ্চভৌতিক দেহে বাস করিলে আমরা অল্প বা অধিক পরিমাণে সুখ ও দুঃখের ভাগী হইতে পারি, কিন্তু তাহাতে পরম সুখের সম্ভাবনা কোথায়?

দেহাতিরিক্ত পদার্থে বাস না করিলে আমার হিত হইবে না। এই দেহ অবলম্বন করিয়া অল্প বা অধিক পরিমাণে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে পারি বটে, কিন্তু সংসার মমতা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে সেই ব্রহ্মানন্দ সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতে পারিব না। দুঃখ বা সুখ মনেতেই অবস্থিতি করে, কিন্তু আমার মন সুখ বা দুঃখ নহে। আমি অহঙ্কার, মন বা বুদ্ধি নহি, দুঃখ অন্তঃকরণজ; যখন আমি অন্তঃকরণ নহি, তবে সেই পরকীয় দুঃখে আমি দুঃখিত হইব কেন? আমি শরীর বা মন নহি, এই ভয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ, যদি তাহাই হয়, তবে এই দেহের সুখ দুঃখে আমার কি? আমার অগ্রজ আমার রাজ্য লইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, করুন, তাহাতে আমার আপত্তি কি? এই দেহ পাঞ্চভৌতিক বৈত আর কিছুই নহে, আমি ও আমার ভ্রাতা এখন শরীর সম্বন্ধে রাজা ও দরিদ্র, কিন্তু আত্ম-প্রসাদ একস্থান হইতেই উপভোগ করি। যাহার হস্তাদিভেদে শরীরের বিভেদ নাই, মাংস, অস্থি ও শিরা প্রভৃতির চিহ্ন মাত্রও নাই, তাঁহার হস্তী, অশ্ব, ও রাজকোষের সহিত ক্ষতির সম্ভাবনা অল্পই। আমার কেহ শত্রুও নাই, আমার কোন, দুঃখও নাই! আমার রাজ-পুরী, ধনাগার, গো অশ্ব ও সৈন্য কিছুই নাই। এই সকল কাহার তাহাও আমার জানিবার কোন প্রয়োজন নাই।”

অতঃপর মহি-পতি অলর্ক আবার দত্তাত্রেয়কে প্রণাম করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, “হে ব্রহ্মণ! যাঁহারা

পরিণামদর্শী তাঁহাদের কোন দুঃখই নাই। আমি অপরিণাম দর্শী, সুতরাং সর্ব্বদাই দুঃখার্ণবে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি। যাহার মন যে বস্তুতে আসক্ত, তাহার বুদ্ধি সেই প্রকার হইয়া থাকে এবং বিষয়াসক্তি তাহার মনকে আকর্ষণ করিয়া বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন করে।"

অলর্কের এই বিষাদ-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া দত্তাত্রেয় বলিলেন, "হে মহিপতে! আপনার কথা শ্রবণ করিয়া এইমাত্র বুঝিতে পারিয়াছি যে, "আমার" এই জ্ঞানই দুঃখের মূল। "আমার কিছুই নহে" এই জ্ঞানই সুখের সোপান। আমিও এই কথা স্বীকার করি, যে, এই পৃথিবী সুখ ও দুঃখে পরিপূর্ণ। দুঃখাঘাতে মর্ম্মাহত না হইয়াছে, এমন লোকই নাই। আর সৌভাগ্যের সুকোমল ক্রোড়ে শয়ন করিয়া সুখ তৃপ্তি অনুভব না করিয়াছে, এমন লোক ও অতি বিরল। সংক্ষেপতঃ বলা যায়, সুখও দুঃখ বিশ্বাস বায়ুর ন্যায় প্রত্যেক লোকেই সেবনীয়, অথচ প্রত্যেকেই সুখের জন্য লালায়িত, সমস্ত লোক যেন এক হৃদয় হইয়া তৃপ্তি চাতকের অনুকরণ করিতে করিতে বলিতেছে, "সুখ চাই, সুখ চাই।' অপরদিকে আবার দুঃখের নিন্দা করিয়া কত কি বলিতেছে। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, মনুষ্য মাত্রই স্বীয় দোষে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। দুঃখের মূল কি, আমি না অপর কেহ! নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলেই দেখা যায়, আমিই আমার দুঃখের মূল। আমি দুঃখকে আশীবিষ বলিয়া উপাধি

প্রদান করি। আমার এই ভ্রমই বিষধর। আমি যখন আমার এই শব্দটী প্রয়োগ করি, তখনই বিষধরকে আলিঙ্গন করিয়া থাকি। বিষধরকে স্পর্শ করিলে সে নিশ্চয়ই দংশন করিবে। হে ভ্রান্ত জিজ্ঞাসা করি, বিষয় কি তোমার? পুত্র কলত্রাদি কি তোমার? ধন-রত্ন সম্পন্ন এই যে পৃথিবী ইহার একটী বালুকা-কণাও কি তোমার বলিবার অধিকার আছে? যদি থাকে, তবে অলর্কের রাজ্য যাইবে কেন? মাতৃ ক্রোড় হইতে পুত্র যম-সদনে গমন করিবে কেন? আত্মীয় বন্ধু বান্ধবেরই বা বিয়োগ হইবে কেন? যখন এই সব দেখিতেছি,তখন বলিব, জগতে আমার কিছুই নাই যাহা আমার তাহা চিরদিনই আমার থাকিবে। আমার এই জ্ঞানের ফল এই যে "আমার" এই ভ্রমরূপ বিষধরের সংস্প-র্শে দুঃখরূপ আশীবিষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হে মহি-পতে! আমার প্রশ্ন আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে "আমার" এই জ্ঞানই দুঃখের মূল। আবার এই "আমিত্ব" জ্ঞান শাল্ম-লী তরুর ন্যায় অসার। প্রথমতঃ মনুষ্যের মনে "অহং" এই অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়, পরে "আমার" এই জ্ঞান মহাবৃক্ষের স্কন্ধ স্বরূপ হইয়া উঠে। গৃহ ও ক্ষেত্র প্রভৃতি এই মহা বৃক্ষের শাখা; দারা পুত্রাদিতে "মমত্ব" সেই বৃক্ষের পল্লব, ধন ও ধান্য সেই বৃক্ষের পত্র. কাম্য কর্ম্ম জনিত পাপ ও পুণ্য ইহার পুষ্প; ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত্যাদি সুখ ও দুঃখ সেই বৃক্ষের মহাফল। এই মহাতরু ঘোর অন্ধকার করিয়া মুক্তির পথ সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। যে সকল

ব্যক্তি সংসার পথে পরিশ্রান্ত হইয়া এই বৃক্ষের ছায়াতে বিশ্রাম করিতে চাহে তাহারা ভ্রমে পতিত হয়, তাহাদের আর নিত্যশান্তি কোথায়? যাহারা সৎসঙ্গ রূপ পাষাণে বিদ্যারূপ কুঠারকে শাণিত করিয়া মমতা তরুকে ছেদন করে, তাহারাই সুপথ প্রাপ্ত হওতঃ নিষ্কণ্টক ও পবিত্র ব্রহ্মবনে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মল শান্তি-সুখ লাভ করিয়া থাকে।

অনন্তর অলর্ক বলিলেন "ভগবন! আপনার প্রসাদে আমি দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু এই বিষয় মুগ্ধ চিত্ত কিছু-তেই স্থির হইতেছে না। কেমন করিয়াই বা আমি এই অসার সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিব তাহাও জানি না। কি উপায়েই বা সেই নির্গুণ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত সুখের পথে যাত্রা করিব, তাহাও বুঝিতে পারি না। হে ব্রহ্মণ! আমি আপনার নিকট বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে যোগ শাস্ত্রের বিষয় উপদেশ দিন। হে মহামনা! সৎসঙ্গই মনুষ্যদিগের একমাত্র মহোপকারী।"

দত্তাত্রেয় বলিলেন হে রাজন্ জ্ঞান হইতে যোগের উৎপত্তি হয়, সেই যোগই মুক্তির মূল। সংসারাসক্ত ব্যক্তি দিগের হৃদয়জ জ্ঞানই দুঃখের কারণ। এই জন্যই মুক্তির অভিলাষী লোকদিগকে যত্ন পূর্ব্বক মনুষ্য সহবাসের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ জ্ঞানের অনুসরণ করিতে হইবে। বিশুদ্ধ জ্ঞান হইলেই বৈরাগ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

"তদ্গৃহং যত্রবসতিস্তদ্ভোজ্যং যেন জীবতি
যন্মুক্তয়ে তদেবোক্তং জ্ঞান মজ্ঞানমন্যথা।"

যেখানে বাস করা যায়, তাহাই প্রকৃত গৃহ; যাহা আহার করিয়া জীবন ধারণ করা যায় তাহাই প্রকৃত ভোজ্য। আর মুক্তির জন্য যাহা বলা যায় তাহাই প্রকৃত জ্ঞানের কথা। এতদ্ভিন্ন সকল প্রকার জ্ঞানজ বাক্যই অজ্ঞানতা। হে মহিপতে! প্রথমতঃ আত্মজয় অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎস্নর্য্য, হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি রিপু এবং বিষয়াসক্তিকে সম্যকরূপে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। এই সকল পরিত্যাগ করা যোগীদিগের পক্ষেও দুষ্কর কার্য্য অতএব সর্ব্ব প্রথমে যোগ বিঘ্নকারী বৃত্তি সকল দূরকরা কর্ত্তব্য। এখন আমি রিপু-পরাজয়ের উপায় বলিতেছি মনো নিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। প্রাণায়াম দ্বারা দোষ, ধারণা দ্বারা পাপ, প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়াসক্তি এবং ধ্যানদ্বারা ঈশ্বর বিরোধী ভাব সমূহ দূর করিতে হইবে। যোগবিৎ পণ্ডিতেরা প্রথমতঃ প্রাণায়াম সাধন করেন। প্রাণায়াম সাধন ও আসনাদির বিষয়ও কিছু বলিতেছি। প্রথমতঃ প্রণব স্বরূপ ব্রহ্মকে হৃদয়ে স্থান দিয়া যোগাসনে বসিতে হইবে। চরণদ্বয় সংযুক্ত গ্রীবা দেশ উন্নত পৃষ্ঠ দেশ সরল ও নাসিকাগ্রে দৃষ্টি করিয়া উপবেশন করিতে হইবে। জন কোলাহল শূন্য ও অন্য কোন প্রকার শব্দ এবং জলাশয় বিহীন স্থান আসন যোগ্য। আসনের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি বৃক্ষ পূর্ণ

থাকিবে। উত্তপ্ত বালুকা ও কণ্টক বিশিষ্ট স্থানে উপবেশন করা নিষিদ্ধ।

প্রণব অর্থাৎ ওঁ শব্দ জপ করিতে করিতে নাসিকা রন্ধ্র বায়ু পূর্ণ করিতে হইবে। বায়ু পূর্ণ করিতে যতবার ওঁ শব্দ জপ করিতে হয়, তাহার দ্বিগুণ সময় কুম্ভক অর্থাৎ বায়ু নিরোধ করিয়া তৎপরে পূরণ করিবার সময় যতবার ওঁ শব্দ জপ করিতে হইয়াছিল ততবার জপে আস্তে আস্তে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই উপায়েই প্রাণায়াম সাধন করা যায়। কেবল প্রাণায়াম সাধন করিলে চলিবে না। যোগীদিগকে অনেক বিঘ্ন ও বাধা অতিক্রম করিতে হয়। যোগী শ্রাদ্ধ, দানের ফল, সামাজিক নিয়ম, উপবাস, পূর্ত্তকার্য্য ও দেব পূজা প্রভৃতি নিয়ম যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেন।

"চিন্তয়েৎ পরমং ব্রহ্ম কৃত্বাতৎ প্রবণং মনঃ
যোগযুক্তঃ সদাযোগী লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।"

পরব্রহ্মকে চিন্তা করিতে করিতে মনকে ব্রহ্ম শ্রবণ করিতে হইবে। যে যোগী এইরূপ সাধন করিতে সক্ষম হন, তিনি উপবাসাদি দ্বারায় শরীর ক্লিষ্ট না করিয়াও ইন্দ্রিয় দমনে সক্ষম হইয়া থাকেন।

এই কথা শ্রবণ করিয়া অলর্ক বলিলেন "ভগবন" আমি বিশেষ রূপে যোগীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য নিয়মাদি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। কি কি নিয়ম পালন করিলে ব্রহ্ম পথ যাত্রী যোগী যোগ পথে অটল থাকিতে পারেন? "দত্তাত্রয়

বলিলেন " মনুষ্যদিগের পক্ষে মান ও অপমান, প্রীতি ও উদ্বেগের কারণ। যে যোগী মান ও অপমান এই উভয়কেই পরিত্যাগ করেন, তিনিই প্রকৃত সিদ্ধ। এই মান ও অপমানের মধ্যে কথন কথন অপমান অমৃত বর্ষণ করিয়া থাকে কিন্তু মান বিষয়াপেক্ষাও কষ্টদায়ক।

চক্ষুঃ পূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং ভবেদ্বাণী বুদ্ধিপূতঞ্চ চিন্তয়েৎ।"

চক্ষুকে পবিত্র করিয়া পাদ বিক্ষেপ করিবে। বস্ত্র দ্বারা পবিত্র করিয়া জলপান করিতে হইবে। সত্যদ্বারা পবিত্র করিয়া বাক্য বলিবে এবং বুদ্ধিকে পবিত্র করিয়া চিন্তা করিবে।

আতিথ্য শ্রাদ্ধ যজ্ঞেষু দেব যত্রোৎসবে সু চ
মহাজনঞ্চ সিদ্ধ্যর্থং ন গচ্ছেৎ যোগবিৎ ক্বচিৎ।"

অতিথি-শালা, শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, দেব-যাত্রা অর্থাৎ দেব পূজার স্থান, উৎসব ও মহাজনদিগের সিদ্ধপিট প্রভৃতি স্থানে যোগীদিগের গমন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

"সারভূতমুপাসিতং জ্ঞানং যৎ কার্য্যসাধকং
জ্ঞানানাং বহুতা যেয়ং যোগ বিঘ্ন করা হি সা।
ইদং জ্ঞেয়মিদং জ্ঞেয়মিতি য স্তৃষিতশ্চরেৎ
অপি কল্প সহস্রেষু নৈব জ্ঞেয়মবাপ্নুয়াৎ॥"

যে জ্ঞান কার্য্য-সাধক অর্থাৎ ব্রহ্ম-সাধনের উপদেষ্টা, সেই জ্ঞানকেই সারবান্ বলিয়া গ্রহণ করিবে। কিন্তু নানা প্রকার পার্থিব জ্ঞান আলোচনা করিলে, সেই জ্ঞান যোগী-দিগের যোগের বিঘ্ন-স্বরূপ হইয়া উঠে। ইহা আমার জ্ঞেয, ইহাই আমার জ্ঞেয়, এইরূপ ভাবে যাঁহার হৃদয়ে জ্ঞান তৃষ্ণা প্রবল হয়, তিনি সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেও জ্ঞেয় বস্তু প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

বস্তুতঃ চিন্তা করিয়া দেখিলে উপরোক্ত শ্লোক দুইটী অত্যন্ত সারবান্ বলিয়া বোধ হইবে। জ্ঞান বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। আপনি যদি জ্ঞান-পিপাসু হইয়া বহু শাখা প্রশাখা-যুক্ত জ্ঞান মার্গের অনুসবণ করেন, আর নিরন্তর জ্ঞান-গর্ভ পুস্তক ও জ্ঞানীদিগের সহবাসে থাকিয়া সেই জ্ঞানোপার্জ্জনে রত হন, তাহা হইলেও আপনার জীবিত কালের মধ্যে জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত হইবে না। এই জ্ঞানই আপনাকে চঞ্চলচিত্ত করিয়া নানা স্থান ও নানা অবস্থার মধ্যে লইয়া যাইবে। যাহার চিত্তে স্থৈর্য্য নাই, তাহার নিকট যোগ কল্পনার বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ যদি আপনি পৃথিবীর সমস্ত যোগীদিগকে একত্র করিতে সক্ষম হন, অথবা নিখিল-যোগ-শাস্ত্র আপনার কণ্ঠস্থই বা থাকে, তথাপি যোগ-সিদ্ধির পক্ষে কোন প্রকার সুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ যোগীদিগের জ্ঞান এক-নিষ্ঠ হওয়া চাই। এক-নিষ্ঠ জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞেয় পদার্থে উপনীত হওয়া যায় না। জ্ঞেয় অর্থাৎ জানিবার

বিষয় যদি বহুবিধ হয়, তাহা হইলে, বহু প্রকার জ্ঞানের অনুসরণ করা প্রয়োজন। এই ক্ষুদ্র মনুষ্য জীবনে বহু প্রকার জ্ঞান-যোগ বহু প্রকার জ্ঞেয় বস্তু জানা দূরে থাক, এক প্রকার জ্ঞানে একমাত্র জ্ঞেয় পদার্থ পরমেশ্বরে উপস্থিত হওয়াই সুকঠিন। তজ্জন্যই বলি, আপনার জ্ঞেয় পদার্থ যদি বহুবিধ হয় এবং সেই বহু প্রকার জ্ঞেয় পদার্থে উপস্থিত হইতেই যদি আপনি তৃষিত থাকেন, তাহা হইলে সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেও আপনি আপনার জ্ঞেয় বস্তুকে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না।

"সর্ব্বমাত্মময়ং যস্য মদসজ্জগদি দশং
গুণাগুণ ময়ন্তস্য কঃ প্রিয়ঃ কোনৃপাপ্রিয়ঃ।"

হে নৃপ! পাপ, পুণ্য, গুণ ও দোষময় এই যে জগৎ, যে ব্যক্তি এই জগতের সর্ব্বস্থানই আত্মময় অর্থাৎ ব্রহ্মময় বলিয়া মনে করেন, তাঁহার প্রিয়ই বা কি আর অপ্রিয়ই বা কি? হে অলর্ক! আর ও কিছু বলিতেছি শ্রবণ করুন। যখন মৃত্যু আসন্ন-বর্ত্তী হইবে, যখন ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া আসিবে, চলিবার বা কথা কহিবার শক্তি থাকিবে না, দর্শন শক্তি লুপ্ত-প্রায় হইবে, তখন—

"ততস্ত্যক্ত্বা ভয়ং সর্ব্বং জিত্বা তং কাল মাত্মবান
তত্রৈবাবসথে স্থিত্বা যত্রবা স্থৈর্য্যমাত্মনঃ।
জুষ্টিতং যোগং নির্জ্জিত্য ত্রিগুণান পরমাত্মনি
তন্ময় শ্চাত্মন ভূত্বা চিদ্বৃত্তিমপি সন্ত্যমেৎ।"

আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি আসন্ন কাল জানিয়া মৃত্যুকে জয় করিবে ও সকল প্রকার ভয় পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মে বাসকরতঃ তাহাতেই স্থির ভাবে আসক্ত থাকিবে। সত্ব রজ ও তমঃ প্রভৃতি গুণত্রয়কে জয় করিয়া যোগ দ্বারা পরমাত্মাতে যুক্ত থাকিবে এবং আত্মাকে তন্ময় অর্থাৎ তদ্গত করিবে। অন্য প্রকার চিন্তা সম্পূর্ণরূপে দূর করিবে।

হে অলর্ক! আমি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবার উপায় গুলি সংক্ষেপে বলিলাম, এখন আপনি ব্রহ্ম-সাধনে নিযুক্ত হউন।” মহারাজ অলক উত্তর করিলেন, “হে ব্রহ্মণ! আমি আমার শত্রুদিগকে অত্যন্ত ভয় করিতাম ও ঘৃণার চক্ষে দেখিতাম। কাশী-রাজের বল ও বিক্রম দেখিয়া বড় ভীত হইয়াছিলাম, আপনার উপদেশে ও সহবাসে আমার মন নির্ভয় ও নির্ম্মল হইল। আমি ইহা মনে করিয়া অতিশয় বিষন্ন হইতাম যে, কাশী রাজের সৈন্যগণ আমার সৈন্য ও ভৃত্য দিগকে বিনাশ করিয়া, এবং রাজ-পুরী ও ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া আমার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু হে ভগবন! সেই ভয় ও বিষাদই আমাকে ভয় ও বিষাদ হইতে মুক্ত হইবার উপায় বলিয়া দিল। আমি চতুর্দ্দিগ অন্ধকার ময় দেখিতেছিলাম। নিরাশা আসিয়া আমাকে মরুভূমি দেখাইতেছিল, বিষয় তৃষ্ণায় প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ মাতার অঙ্গুরীয়কের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। আমি সেই অঙ্গুরীয়কে লিখিত সন্দর্ভ পাঠ করিয়া সাধুসঙ্গ পাইবার জন্য তৃষিত হইলাম, এবং আপ-

নাকে পাইয়া আমার বিষয়বাসনা দূর করিলাম। আমি পরব্রহ্মকে পাইয়া নিত্য সুখের অধিকারী হইবার উপায় প্রাপ্ত হইলাম। হে গুরো! বিপদ হইতেই আমার পরম সম্পদ আসিয়াছে। আমার অগ্রজ সুবাহুই আমার পরম উপকারী, ও সেই কাশী-পতিই আমার পরম বন্ধু। যদি তাঁহারা আমাকে উত্যক্ত না করিতেন এবং সসৈন্যে রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজ-পুরী অবরোধ না করিতেন, তবে তো আমি এখন পর্য্যন্ত সংসারাসক্ত থাকিয়া সংসারি-কতাতেই মগ্ন থাকিতাম। সাংসারিক সুখকেই পূজনীয় দেবতা বলিয়া হৃদয় কুটীরে স্থাপন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতাম। তাঁহাদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া বিষণ্ন না হইলে আপনাকে ও পাইতাম না, আর ভোগাভিলাষ ও অশান্তি দূর করিয়া চির শান্তি-নিকেতনে উপস্থিত হইতে পারিতাম না। হে গুরো! আমি সুবাহু ও কাশী-রাজকে দর্শন করিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতে এবং জীবিত কাল পর্য্যন্ত কোন নির্জ্জন স্থানে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্ম-ধ্যানে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছা করি। আপনি আমাকে এই বিষয়ে অনুমতি দিন।

মহামনা দত্তাত্রয় অলর্ককে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন এবং বলিলেন, "আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহা যেন স্মরণ থাকে। আপনি মমতাশূন্য ও নিরহঙ্কার হইয়া মুক্তির জন্য চেষ্টা করুন এই আমার শেষ অনুরোধ।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মাত্মা অলর্ক গুরু, দত্তাত্রেয়কে ভক্তি ভাবে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিয়া কাশী রাজ ও সুবাহুর উদ্দেশে চলিয়া গেলেন। যে আসক্তি অলর্ককে সংসারের কীট করিয়া রাখিয়াছিল, এখন তাঁহার হৃদয়ে সে আসক্তি নাই। যে অহঙ্কার অলর্ককে রাজ পদে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল এখন তাঁহার হৃদয়ে সে অহঙ্কার প্রবল নহে। যে মমতা অলর্ককে শোক ও বিষাদ সাগরে মগ্ন করিযা রাখিয়াছিল, এখন তাঁহার হৃদয়ে সে মমতা নাই। যে জয়েচ্ছা অলর্ককে শত্রু রুধিরে ধরণীসিক্ত করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়া স্বীয় সহোদর ও কাশী রাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্তি লওয়াইয়াছিল এখন তাঁহার হৃদয়ে সেই জিগীষা বৃত্তি বিলীন যে রাজ গৌরব অলর্ককে গৌরবান্বিত করিয়া কাশীরাজ ও তাঁহাব সৈন্য সামন্তকে অগ্রাহ্য করিতে শিক্ষা দিয়াছিল এখন তাঁহার হৃদয় হইতে সেই রাজ গর্ব্ব চিরদিনের তরে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। এখন অলর্কের হৃদয়ের আশা অনন্ত, তিনি ব্রহ্মপিপাসু। অলর্কের হৃদয়ে অহঙ্কারের পরিবর্ত্তে বিনয় ও দীনতার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। এখন অলর্কের হৃদয়-জাত মমতা সর্ব্বগত, তিনি কাহাকেও আত্মীয় বা পর মনে করেন না সকলেই তাঁহার আত্মীয়, সকলই তাহার স্বজন, সুতরাং তিনি শোক ও বিষাদ হীন,

এখন অলর্কের হৃদয় ব্রহ্ম গৌরবে গৌরবান্বিত; হিংসা নাই দ্বেষ নাই নিরাশা নাই। প্রাণ স্বর্গতুল্য, মান ও অপমান বোধ নাই। হৃদয় হিমালয়ের ন্যায় উন্নত, মহাসাগরের ন্যায় প্রশস্ত। একদিকে যেমন তাঁহার গৃহও পরিজনাদি কিছুই নাই, অপরদিকে আবার তাহার কিছুরই অভাব নাই। ব্রহ্মই তাঁহার প্রাণ, ব্রহ্মই তাঁহার জ্ঞান, ব্রহ্মই তাঁহার ধ্যান, ব্রহ্মই তাঁহার পরিবার, ব্রহ্মই তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব। তবে আর ভয় কি ? তিনি নির্ভয় চিত্তে ব্রহ্মানন্দে মত্ত হইতে হইতে পথ চলিতেছেন আর আনন্দে বিষ্ণু গুণ গান করিতেছেন।

এইরূপ কতিপয় দিবস ভ্রমণ করিয়া অবশেষে অলর্ক কাশী রাজ ও সুবাহুর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি কাশী রাজ ও সহোদরকে সন্দর্শন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনাদের মঙ্গল তো ? কাশী রাজ অলর্কের অলৌকিক ভাব সন্দর্শন করিয়া লজ্জিত হইলেন এবং সাতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়া কিয়ৎকাল মৌনীভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন অলর্ক পুনর্ব্বার বলিলেন, "মহা রাজ ! লজ্জিত হইবেন না। আপনার জিত রাজ্য আপনিই ভোগ করুন, অথবা আমার সহোদরকেই দিন, তাহাতে আমার কিছু মাত্র ক্ষতি নাই আমি এখন আর রাজ্য প্রত্যাশী নহি।"

সংসারাসক্ত কাশীরাজ, মহামনা অলর্কের কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন এবং অলর্ককে

ম্বোধন পূর্ব্বক উপহাস-চ্ছলে এই কথা বলিলেন, "হে অলর্ক যুদ্ধ ভিন্ন রাজ্য পরিত্যাগ করিবার কারণ কি? আমি জানি যুদ্ধই ক্ষত্রিয়দিগের পরম ধর্ম্ম। তুমি তো ক্ষত্র-ধর্ম্মবিৎ ক্ষত্রিয়, তবে স্বধর্ম্মের প্রতি এত বীত রাগ কেন? ক্ষত্রিয়গণ মৃত্যু ভয় পরিত্যাগ করিবে এবং অধীনস্থ অমাত্য বর্গ রাজ-দ্রোহী হইলে জটিল রাজ নীতি দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করিবে ও শত্রু দিগকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ শরাঘাতে তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিবে। যে রাজা মহারণ যজ্ঞে শত্রু-মুণ্ড আহুতি প্রদানে সক্ষম, তিনি পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধকাম হন। অলর্ক তুমি কাপুরুষের ন্যায় কার্য্য করিয়া ক্ষত্রিয় কুলের কলঙ্ক হইয়াছ।"

কাশীরাজের এই ভৎর্সনা অলর্কের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিল না। অলর্ক ঈষদ্ধার্য্য পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিলেন, "মহারাজ! আমার মন পূর্ব্বে এইরূপই ছিল কিন্তু এখন ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত আকার ধারণ করিয়াছে। স্রোতস্বতী বা মনের বেগকে ফিরাইতে পারে। রাজন! এই জগৎ একটী জ্ঞান শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। আমি যতই চিন্তা করি-তেছি, যতই গাঢ় মনোনিবেশ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিগ নিরীক্ষণ করি-তেছি, ততই প্রতি পরমাণুতে, প্রত্যেক জীবে এবং প্রত্যেক মানবাত্মাতে সেই জ্ঞান শক্তির পূর্ণ বিকাশ দেখিতেছি। তবে বলুন হে রাজন! এক জ্ঞান শক্তি যখন চরাচরময় ব্রহ্মা-ণ্ডের নিয়ামক এবং অখিল-মানব-মণ্ডলীর একমাত্র নিয়ন্তা তখন কেই বা কাহার প্রভু কেই বা কাহার ভৃত্য। আমি

বুঝিয়াছি একমাত্র জ্ঞান ময় ঈশ্বর ভিন্ন কেহই কাহার প্রভু নহে। প্রথমতঃ আমি আপনার ভয়ে ভীত হইয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমি দত্তাত্রয়ের অনুগ্রহে পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া বিপদ রাশিকে সুদূরে প্রক্ষেপ করিয়াছি। ইহ সংসারে আসক্তি ও আসঙ্গ লিপ্স্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় জয় করিয়া যে স্বীয় মনকে পরব্রহ্মে সমর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সেই মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। যে ব্যক্তি মন ও ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিয়াছেন তিনিই পরম জয়ী।

"সোহং ন তেহরির্ণ মমাসি শত্রুঃ
সুবাহুরেষোন মমাপকারী।
দৃষ্টং ময়া সর্ব্বমিদং যথাত্মা
অন্বিষ্যতাং ভূপ রিপুস্তথান্যঃ।"

হে কাশিপ! এখন আপনি ও আমার শত্রু নহেন, আমি ও আপনার শত্রু নহি। আর এই যে মমাগ্রজ সুবাহু ইনিও আমার অপকারী নহেন। আমি দেখিতেছি, সেই এক পরমাত্মা দ্বারাই এই পৃথিবী পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ভূপতে! যদি একান্তই আপনার যুদ্ধ করিবার বাসনা থাকে, তবে অপর শত্রু অন্বেষণ করুন। দেখুন আপনি আমার পরম মিত্র। কারণ রাজ্য আক্রমণ করিয়া আপনি আমার সমস্ত আত্মসাৎ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে উত্যক্ত হইয়া আমি এমন একটী নূতন রাজ্যে লাভ করিয়াছি, যে রাজ্যে সামান্য

রাজার প্রবেশাধিকার নাই। আপনি আমার যৎসামান্য ধন ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি এমন ধন ভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়াছি যে তাহা অপর কেহ লুণ্ঠন করিতে পারিবে না। সেই পরম ধন সকল ধনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান্। আপনার প্রসাদে আমি তাহারই অধিকারী হইয়াছি। আর আমার এই সহোদর আমার এক প্রধান বন্ধু, ইনি যদি আপনার শরণাপন্ন না হইবেন, তাহা হইলে আপনি আমার রাজ্য কখনই অবরোধ করিতেন না। আমার রাজ্য অবরুদ্ধ না লইলে আমি ও বিষাদ সাগরে মগ্ন হইয়া মহামনা দত্তাত্রেয়ের উপদেশে পরম পদ প্রাপ্ত হইতাম না। হে রাজন! হে ভ্রাতঃ সুবাহো! আপনারা উভয়েই আমার পরম বন্ধু। আমি চিরদিন আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিব। আপনারা আমাকে যে ঋণে ঋণী করিবেন, তাহা পরিশোধ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।"

'কাশীরাজ' ও অলর্কের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সুবাহু তাহা শ্রবণ করিয়া আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। অমনি আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সহোদরকে আলিঙ্গন করিয়া কাশীরাজকে কহিলেন।

"যদর্থং নৃপশার্দ্দুল! ত্বামহং শরণং গতঃ
তন্ময়া সকলং প্রাপ্তং যাস্যামি ত্বং সুখী ভব।"

"হে, রাজেন্দ্র! যাহার জন্য আমি আপনার শরণাগত

হইয়াছিলাম, তাহাতে আমি পূর্ণ-মনোরথ হইয়াছি। এখন আমি চলিলাম, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।”

তখন কাশীরাজ বলিলেন, “কি আশ্চর্য্য! আমি যে এই রহস্যের মর্ম্ম কিছুই উদ্ভেদ করিতে সক্ষম হইতেছি না। হে সুবাহো! কেনই বা তুমি আমার নিকট আসিয়াছিলে এবং আমিই বা তোমার এমন কি উপকার করিয়াছি, যাহাতে তুমি সিদ্ধ-মনোরথ হইয়াছ। এখন এই সকল জানিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে। আমি জানি তুমি তোমার পিতার সিংহাসন প্রাপ্ত হইবার জন্যই আমার আশ্রিত হইয়াছিলে; আমিও তোমাকে আশা প্রদান করিয়াছিলাম যে, অলর্কের হস্ত হইতে তোমার পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিয়া তোমার হস্তে প্রত্যর্পণ করিব। সেই প্রতিজ্ঞাপালন করিবার জন্যই আমি সসৈন্যে অলর্কের রাজধানী অবরোধ করিয়াছিলাম। এখন তুমি তোমার প্রাপ্ত রাজ্য উপভোগ করিবে, কি, না বলিতেছ, “আমি পূর্ণ-মনোরথ হইয়া চলিলাম, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।” তোমার এবম্বিধ আচরণের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য আমি নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। তুমি আমার ঔৎসৌক্য নিবারণ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ কর।”

সুবাহু বলিলেন, “হে কাশী-রাজ! আমি আপনাকে অত্যন্ত ক্লেশ দিয়াছি এবং আমার প্রকৃত ইচ্ছা গোপন করিয়া কাল্পনিকভাবে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু আমার মনে কোন প্রকার মালিন্য নাই। জগতের

লোক কার্য্য দেখিয়া বিচার করে, ঈশ্বর মানসিক ভাব জানিয়া বিচার করেন। যখন আমি দেখিলাম, আমার সহোদর জ্ঞানী হইয়াও বিষয়াশক্তি পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, তখনই আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে, বিষয়াসক্ত লোকেব বিষয়ে আঘাত না পড়িলে. সে আর বিষয়াসক্তি ছাড়িতে পারে না। তজ্জনাই আপনার আশ্রয় লইয়াছি। আপনার উদ্যমেই তাহার বিষয়ের উপর আঘাত পড়িল। এখন অলর্ক বিষয়াসক্তি-শূন্য হইয়া পরমপদলাভে সক্ষম হইয়াছেন। আপনি বিচাব করিয়া দেখুন, আপনার নিকট যদি অপরাধী হইয়া থাকি, তবে স্বীয় রাজ্যের নিয়মানুসারে আমার প্রতি দণ্ড বিধান করুন। নতুবা দয়া-গুণে আমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন।

"নয়োর্ম্মম চ যন্মাত্রা বাল্যেস্তন্যং যথামুখে
যথাববোধোবিন্যস্তঃ কর্ণয়োরবণীপতে।"

হে রাজন্! বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি ও অলর্ক এক মায়েব স্তন পান করিয়াই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি; এক মায়ের উপদেশ উভয়ের কর্ণেই প্রবেশ করিয়াছে। মাতা আমাকেও যে ভাবে শিক্ষা প্রদান করিয়া লালন-পালন করিয়াছেন, তাহাকেও সেই ভাবে ও সেই প্রণালীতে শিক্ষিত ও লালিত-পালিত করিয়াছেন। এক মায়ের নিকট উভয়ে শিক্ষিত ও পালিত হইয়া বিভিন্ন পথ অবলম্বন করা অতি বিগর্হিত। আমি বিষয়াসক্তি-শূন্য হইয়া নিত্যশান্তি

সুখ উপভোগ করিব, আর আমার সহোদর বিষয়াসক্ত হইয়া পিপাসার্ত্ত পথিকের ন্যায় "কোথায় শান্তি, কোথায় শান্তি" বলিয়া ব্যাকুল হইবে। দুই সহোদরের মধ্যে এক জন যদি সুখ স্বচ্ছন্দে দিনযাপন করে, আর অন্য জন যদি "হা অন্ন, হা অন্ন" বলিয়া পথে পথে চীৎকার করিতে থাকে, তবে, যে ভাই সুখ-স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করে, তাহার হৃদয় কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভ্রাতার দুঃখে কাঁদিবে না? তদ্রূপ আমি ধর্ম্ম সাধনে রত থাকিয়া ধর্ম্মামৃত ও প্রেমামৃত পান করতঃ সর্ব্বদা আনন্দে জীবনযাপন করিব, আর আমার সহোদর ধর্ম্মহীন হইয়া কষ্ট ও যন্ত্রণাতে মাতা মদালসার শিক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত জীবনকে অসার করিয়া ফেলিবে, ইহা কদাচ ভ্রাতৃ-ভাব ও ধর্ম্ম-ভাবের অনুমোদিত নহে। আমি মাতৃ-ভক্তি ও প্রকৃত ভ্রাতৃ-ভাবের অনুরোধেই এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। ইহা কি সম্ভবপর যে——

উষ্টা মদালসাগর্ভে পিত্বা তস্যাস্তথাস্তনং
নান্যনারী সুতৈর্যাতং বর্ত্ম যাত্বিতি পার্থিব।"

মদালসার গর্ভে পরিপুষ্ট ও মদালসার স্তন্যে পরিবর্দ্ধিত সন্তান কখনও কি অপর নারী-গর্ভসম্ভূত সন্তানদিগের পথ অনুসরণ করিতে পারে? সহোদর ধর্ম্ম-হীন থাকিবে আর আমি আমার প্রিয়তম ধর্ম্ম লইয়া সুখে থাকিব, ইহাও কি মদালসার পুত্রের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে? তন্নিমিত্তই বলিতেছি, মহারাজ! আপনি আমার যথেষ্ট উপকার

করিয়াছেন, আপনার মঙ্গল হউক। আপনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিয়া সুখী হউন, আমি আমার তপস্যার্থে গমন করি।”

কাশী-রাজ একজন ক্ষত্র ধর্ম্মাবলম্বী রাজা। তিনি সর্ব্বদাই রাজ-কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন; আর পারি-পার্শ্বিক রাজাদিগের ছিদ্রান্বেষণে অনুক্ষণ প্রবৃত্ত থাকিয়া মহা অনর্থ ঘটাইতেন। যখন যে রাজার ঘুনাক্ষরে কোন প্রকার দোষের কথা শ্রবণ করিতেন, তখনই তাঁহাকে সসৈন্যে আক্রমণ করিয়া হয় করদ রাজারূপে রক্ষা করিতেন না হয় তাঁহার রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া স্বীয় ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেন। যখন সুবাহু কাশী-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন মনে কবিয়াছিলেন যে এই সুযোগে তিনি অলর্কের রাজ্য ধ্বংস করিয়া আপনার কোষ-ভাণ্ডার পূর্ণ করিবেন, কিন্তু সুবাহুর অকৃত্রিম ভ্রাতৃ-স্নেহ ও অলর্কের ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া কাশী-রাজের হৃদয়ও বিগলিত হইল। কি অলর্ক, কি সুবাহু, কি কাশী-রাজ ইহাঁরা সকলেই ক্ষত্রিয় রাজা। অলর্ক বা সুবাহুর এমন কিছুরই অভাব ছিল না, যে অভাবে অবসন্ন হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন। কাশী-রাজের মনে এই বিষয়টী উত্থিত হইয়া ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত করিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইহাঁরাই সুখী, না আমি সুখী। আমার তো কিছুরই অভাব নাই। আমি সম্রাট, অনেক রাজা আমাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক কর প্রদান করিয়া থাকেন। কোষ ধনে পরি-

পূর্ণ। সেনা-নিবাসে দ্রঢ়িষ্ট ও বলিষ্ঠ সৈন্যের অভাব নাই। সুখ ও সৌভাগ্যের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয় সমস্তই আমার আছে, তবে আমিই বাস্তবিক সুখী। ইহারা ধন-হীন, আশ্রয়-হীন, পর-প্রত্যাশী ও ভিখারী; ইহারাই প্রকৃত দুঃখী। তাহাই বা কেমন করিয়া বলি? আমার প্রাণেতো শান্তি নাই, হৃদয়েতো আরাম নাই, বিষয়-মরীচিকা আমার তৃষ্ণা দ্বিগুণিত করিয়া দিতেছে। দুশ্চিন্তা, ধন পিপাসা ও রাজ্য-লালসা আমার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়। কখন কোন্ শত্রু বিষ-প্রয়োগে আমার প্রাণ নষ্ট করে, এই ভয়ে আহারেও সশঙ্কিত, তবে আমি সুখী কিসে? এই ভ্রাতৃ-যুগলই প্রকৃত সুখী। ইহাদের মনে বিষয়-বাসনা নাই, প্রাণে দুরাশা নাই, হৃদয়ে খলতা নাই, ইহাদের মন সুখময়, শান্তিময় ও অমৃতময়। ইহারা যে ধন লাভ করিয়াছে, সেই ধন লাভ করিলে আমিও ইহাদের ন্যায় সুখী হইতে পারিব। তবে এখন মহামনা সুবাহুর নিকট জিজ্ঞাসা করি, কি করিলে সুখী হওয়া যায়, কি করিলে তাহার হৃদয়ের ধনকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কি করিলেই বা সেই পূর্ণ জ্ঞানকে পাইয়া চরম শান্তি-রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারা যায়। এই মনে করিয়া সবিনয়ে সুবাহুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধো! তুমি অলর্কের মহোপকার করিয়াছ, কিন্তু আমার পরিত্রাণের জন্য কি কিছু করিবে না? আমি জানিলাম সৎ সঙ্গই ধর্ম্ম-পথের নেতা; আমার ভাগ্যে কি সৎ সঙ্গ মিলিবে না? আমি কি চিরকালই

বিষয়ের কীট হইয়া বিষয়েতেই লিপ্ত থাকিব? আমারও কিছু উপকার করিয়া যাও।

সুবাহু উত্তর করিলেন "আমার আর সময় নাই। অনেক দিন এই স্থানে যাপন করাতে আমার যোগে ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। তবে আপনি আমার পরমোপকারী বন্ধু, অতি সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ করুন। "আমার বা "আমি" এই জ্ঞান পরিত্যাগ করুন। সর্ব্বদা ধর্ম্মালোচনা করিতে প্রবৃত্ত থাকিবেন। হে মহি-পতে! ইহা নিশ্চিত যে, বহুপ্রকার আশ্রয় থাকা সত্ত্বেও ধর্ম্মহীন লোক নিরাশ্রয়। আমি কার, ও কে? এই বিষয় সর্ব্বদা আলোচনা করিবেন। আত্ম-জ্ঞান হইলেই তত্ত্ব-জ্ঞান-পথে প্রবেশের সূত্র প্রকাশিত হইবে। আর আমার সময় নাই, এখন আমি চলিলাম। ভাই অলর্ক! এস, তোমার সহিত আলিঙ্গন করি, চল উভয়ে মিলিয়া মাতৃ-স্তন্যের ন্যায় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করি।"

কাশী-রাজ বলিলেন, "তোমাদের উভয়ের নিকট আমার একটী বিশেষ অনুরোধ আছে। তোমরা উভয়েই একবার রাজ্যে গমন কর। মহারাজ অলর্কের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাহার রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যথেচ্ছা গমন করিও।"

এই বলিয়া কাশী রাজ প্রধান মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন, "মন্ত্রিবর! তুমি এখনই অলর্কের রাজধানীতে একজন দূত প্রেরণ কর এবং প্রধান সেনাপতির নিকট এইরূপ একখানা পত্র লিখিয়া দাও যে, সে যেন পত্র-প্রাপ্ত মাত্র সসৈন্যে

আমার রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং আসিবার সময় সমস্ত প্রজাবর্গের নিকট এই কথা বলিয়া আসে যে, কাশী-রাজ আর কখনই অলর্ক-বংশীয় রাজাদিগের উপর অত্যাচার করিবেন না এবং অদ্য হইতে এই দুই রাজ্যের সখ্য ভাব সংস্থাপিত হইল।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কাশী-রাজের অনুরোধে সুবাহু ও অলর্ক পুনরায় পৈতৃক-রাজধানীতে গমন করিলেন। এই দিকে অলর্কের পুরী শত্রু হইতে মুক্ত হইয়া ঝঞ্ঝা প্রপীড়িত নগরীবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। শত্রু-ভয়ে মন্ত্রিগণ অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রজাবর্গের মধ্যে কেহবা পর রাজ্যে গমন করিয়াছিল, কেহ বা অরণ্যে কেহবা পর্ব্বতে, কেহবা অন্তঃপুরে লুক্কায়িত রহিয়াছিল। রাজ-পরিবার-বর্গ বিষন্ন মনে স্বরাজ্যের দুঃখ-কাহিনী চিন্তা করিতেছিলেন। রাজ-পুত্রগণ রাজ্য-নাশে ও পিতার অদর্শনে বিমর্ষ হইয়া ইতি-কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতেছিলেন। এমন সময় রাজ-পুরীর বহির্দ্দেশে আনন্দ-ধ্বনি উঠিল। পুরবাসিগণ হঠাৎ আনন্দ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সত্রস্তে তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। তখন একজন বলিল, “আর ভয় নাই; কাশী-রাজ-সেনা-পতি সসৈন্যে চলিয়া গিয়াছেন এবং যাইবার সময় এইরূপ

ঘোষণা-পত্রও প্রচার করিয়াছেন যে, আর কখনই এই উভয় রাজ্যে বিবাদ হইবে না। আজ হইতে এই উভয় রাজ্য মধ্যে সখ্যভাব প্রতিষ্ঠিত হইল।"

এই কথা প্রচারিত হওয়ামাত্র, নগর মধ্যে এক দিকে মহা আনন্দ-কোলাহল সমুত্থিত হইয়া আকাশ-মার্গ কাঁপাইয়া তুলিল; অপরদিকে নাগরিকগণ স্বীয় স্বীয় গৃহ সামগ্রীর সুব্যবস্থা করিতে ব্যতিব্যস্ত হইল। সকলেই চঞ্চল, কাহার মুখে কথাটীও নাই, কেবল কার্য্যে ব্যস্ত। যাহারা অরণ্যে গমন করিয়াছিল, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া নগরীতে প্রবেশ করিতেছে আর "জয় অলর্কের জয়" বলিয়া জয়-ধ্বনিতে রাজ-পুরী বিকম্পিত করিতেছে। মন্ত্রিবর্গ নিজ নিজ অধীনস্থ কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া নগরীর সুব্যবস্থা করিতে আদেশ করিতেছেন। সেনাপতি হতাবশিষ্ট সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া সেনা-নিবাসে একত্রিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কোষাধ্যক্ষ কোষের তত্ত্ব জানিবার জন্য ধনাগারে প্রবেশ করিতেছেন। কিন্তু রাজপুত্রগণও রাজপুরী বিষণ্ণ। মন্ত্রিবর্গ, সেনা ও সেনা-পতিগণ একত্রিত হইলেন। পুর-বাসীরা স্ব স্ব গৃহ অধিকার করিল কিন্তু রাজা কোথায়? কেহই রাজার সম্বাদ জানে না। মন্ত্রিগণের নিকট অন্তঃপুর হইতে সম্বাদ আসিল, মহারাজকে দেখিতেছি না। মহারাজ কোথায়? মন্ত্রি-বর্গ উদ্বিগ্ন হইয়া সেনাপতিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা কোথায়?" সেনাপতি বলিল, আমি তাঁহার কোন সংবাদ অবগত নই।"

রাজা রাজ-পুরীতে নাই, এই সম্বাদ নগরে প্রচারিত হইল। নগরবাসীদিগের মধ্যে আবার বিষাদ, আবার বিপদের আশঙ্কা, আবার কষ্ট, আবার শোক। শ্রাবণ মাসে যেমন একবার মেঘ আসিয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে, আবার চলিয়া যায়, আবার ঢাকে, ঠিক্ রাজ-পুরী ও শ্রাবণ মাসের মেঘোন্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় একবার হাসিয়াই আবার বিষাদ-মেঘে ডুবিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সম্বাদ আসিল মহারাজ ও সুবাহু আসিয়াছেন বটে কিন্তু মহারাজ আর এখন মহারাজ নহেন। তিনি যোগী, সংসারে তাঁহার আসক্তি নাই, বিষয়ে তাঁহার বাসনা নাই, রাজ্যে তাঁহার লোভ নাই, এখন তিনি ভিখারী।

মহাত্মা অলর্ক ও সুবাহু যোগীদিগের নিয়মানুসারে পুরীর বাহিরে রহিলেন। কোন গৃহ বা অট্টালিকার স্থান না লইয়া ভ্রাতৃ দ্বয় বৃক্ষ মূলে উপবেশন করিলেন। রাজা ও সুবাহুর আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাণী ও রাজকুমার গণ ও মন্ত্রী বর্গ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগকে পুরী প্রবেশের জন্য সানুনয়ে অনুবোধ করিলেন কিন্তু কাহার অনুরোধই ফল প্রসব করিল না। অলর্ক ভ্রাতার সহিত বৃক্ষমূলেই বাস-স্থান নির্দ্ধারণ করিলেন এবং রাণী, রাজকুমার গণ ও অমাত্য-বর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা আর আমাকে রাজপুরী যাইতে অনুরোধ করিও না। আমি এখন সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর রাজত্বের

প্রয়োজন কি ? আমার অগ্রজগণ যে পথে গমন করিয়াছেন আমিও সেই পথে যাইতেছি। তোমরা আমার জন্য শোক করিও না। ঈশ্বর আমাকে সুদিন দিয়াছেন। আমার ভাগ্যে সুখ সূর্য্যের উদয় হইয়াছে। এতদিন বিষয় মেঘে আমার জ্ঞান সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। সৌভাগ্য বায়ু সেই মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। আমি পরম জ্ঞান সূর্য্যকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি, ধন্য হইয়াছি, ও সুখী হইয়াছি। আমার এই সুখে তোমরাও সুখী হও। ঈশ্বর ও আমার গুরু দত্তাত্রেয়কে ধন্যবাদ দাও। আমার এই সহোদর যিনি কেবল আমার সুখের জন্য কিছুকাল নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিয়া কতকষ্ট ও কত যন্ত্রনা সহ্য করিয়াছেন, তাঁহাকেও ধন্যবাদ দাও” রাণী, রাজকুমার ও মন্ত্রীবর্গ এই কথা শ্রবণ করিয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। প্রজা গণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

এতদ্দর্শনে অলর্ক কহিলেন “ক্রন্দন করিলে কি হইবে, যতদিন তোমাদের হৃদয় সংসারাসক্ত থাকিবে, ততদিন ক্রন্দন করিতেই হইবে। আমি আর এখানে অধিক দিন থাকিব না ; এখন যাহা বলি তদনুসারে কার্য্য কর। আমার পৈতৃক সিংহাসন আর শূন্য থাকিতে পারে না। আমি প্রস্তাব করি, তোমরা অতি সত্বরই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসন প্রদান কর। তিনি স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তোমাদের সহিত রাজ্য পালন করুন!”

উপস্থিত ব্যক্তি গণের মধ্যে সকলেই অলর্কের বাক্য

শিরোধার্য্য করিয়া অভিষেকের আয়োজন করিতে প্রস্থান করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই অতি সমারোহ পূর্ব্বক অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

আজ অলর্কের চির বিদায়ের দিন উপস্থিত। পুরবাসি বর্গ, নূতন রাজা রাজমাতা এবং অমাত্যগণে অলর্কের নিকট সমাগত হইলেন। কাহার ও মুখে বাক্য নাই, সকলেই নীরব। ইহা দর্শন করিয়া অলর্ক বলিলেন, "আর কেন? তোমরা যে রাজ্যে বাস করিতেছ, এখন আমি সেই মায়া ও মোহময় রাজ্যের রাজা নহি। আমি ব্রহ্ম রাজ্যের ক্ষুদ্র প্রজা। আমি যে রাজ্যের প্রজা, এখনই সেই রাজ্যে প্রস্থান কবিতেছি। আর বিলম্ব সহ্য হয় না। তোমরা আমাকে বিদায় দাও। আমি শেষ কালে এই একটী কথা বলিয়া যাই, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। তোমরা সত্যপথে থাকিবে, সদ্ব্যবহার করিবে, ঈশ্বর ও গুরুজনকে সম্মান করিবে এবং ন্যায়ের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিবে না।"

অনন্তর মহামনা অলর্ক মাতৃ দত্ত অঙ্গুরীয়ক স্বীয় অঙ্গুলি হইতে উন্মোচন করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন "বৎস! যখন বিপদ উপস্থিত হইবে, তখন এই অঙ্গুরীয়কের লিখিত শ্লোকের মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া তদনুসারে চলিও। তোমরা এখন পুরে প্রবেশ কর আমরা চলিলাম। এই বলিয়া মহাত্মা অলর্ক ও সুবাহু বৃক্ষ মূল পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজ পুরীকে শোক সাগরে ভাসাইয়া যোগ সাধনার্থ অরণ্যাভি মুখে চলিয়া গেলেন!

আমাদের দেশে ইতিহাস নাই, জীবন-চরিত নাই, এক কথায় বলিতেগেলে কিছুই নাই, কেবল কল্পনার রাজত্ব, উপকথার ছড়াছড়ি; অদ্ভুত ও অসম্ভব ঘটনার অবতারণা। যদি ও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা করিলে দুই একটী সাধু জীবনের জীবনী অবগত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাও অরণ্য-জাত কুসুমের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া বনেই লয় পায়। উদ্যান-জাত পুষ্পের সৌরভ লইতে সকলেই ভাল বাসে। সকলেই উদ্যান-ফুলের আদর করিয়া থাকে কিন্তু বন ফুলের আদর কে জানে? কেই বা বন-ফুলকে সাদর চুম্বন করিতে যায়? তবে কি বনে সুন্দর ফুল ফোটে না? ফোটে বটে কিন্তু বনজ কুসুমের তত্ত্ব লইবার লোক অতি বিবল।

আমাদের আর্য্য জীবনী অরণ্য-প্রসূন, কল্পনা প্রবণ। সংস্কৃত ভাষা এখন অরণ্য। অরণ্যের মধ্যে ভ্রমণ করিবার লোক নাই, তাহা আমি বলি না। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা দিবা-রাত্রি সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চাতে ব্যতি-ব্যস্ত কিন্তু তাঁহাদের মস্তিষ্কের গতি, কাব্যে বা দর্শনে, পৌরাণিক তত্ত্বে বা বিজ্ঞানে। এমন লোক অতি অল্পই আছেন, যাঁহারা পৌরাণিক কল্পনা-বন উল্লঙ্ঘন করিয়া দুই একটী অরণ্য-পুষ্প চয়ন কবিয়া জন-সমাজে উপস্থিত করেন। অদ্য আমি একটী ফুল লইয়া পাঠক-বর্গের নিকট পরিচিত করিয়া দিতেছি। এই ফুল একটী আর্য্য-অলর্ক জীবনী। এই জীবনে সৌন্দর্য্য ও সুবাস উভয়ই আছে। তবে

আমার হাতে পড়িয়া এমন সুন্দর ফুল যে মলিন ও অঙ্গ-হীন হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। পুরাতন ভারত কিছিল, সেই সময়ে জ্ঞান, নীতি ও ধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা আলোচনা করিতে হইলে মহাত্মা অলর্কের-চরিত একটী উপকরণ। যখন যে দেশ উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করে, তখন সেই দেশের উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিই বিদ্যা-শিক্ষায় নিপুণ হইয়া থাকেন এবং এই রূপ শিক্ষিত পিতা মাতা হইতেই প্রধান প্রধান লোকের জন্ম হইয়া থাকে। বিশেষতঃ শিক্ষিতা ও নীতি-ধর্ম্ম পরায়ণা মাতার সন্তান কথনই সমাজ-কণ্টক হইতে পারে না। এই জন্যই পণ্ডিত-গণ বলিয়া থাকেন, দেশকে উন্নতি করিতে হইলে শিক্ষিতা ও নীতি-ধর্ম্ম পরাযণা মাতার প্রয়োজন। দিগ্বিজয়ী নেপো-লিয়ান্ বোনাপার্টকে তাঁহার একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, "ফ্রান্সকে উন্নত করিতে হইলে কি কি উপকরণের আবশ্যক?" ইহার উত্তরে নেপোলিয়ান্ বলিয়াছিলেন, কয়েক জন শিক্ষিত মাতা হইলেই ফ্রান্স সমুন্নত হইতে পারে।" বাস্তবিক আমরা ও তাহাই স্বীকার করি। যদি থিয়োডর পার্কারের জননী শিক্ষিতা ও ধর্ম্ম পরায়ণা না হইতেন, তাহা হইলে পার্কারের ন্যায় এক জন পুরুষ-রত্ন পাইয়া আমেরিকা গৌরব করিতে পারিত না। আর নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টের মাতা যদি সেইরূপ শিক্ষিতা ও তেজস্বিণী না হইতেন, তবে ফ্রান্সের গর্ব্ব কোথায়

থাকিত। পাঠক! তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, আমেরিকা বা ফ্রান্সের উন্নতিতে তোমার আমার কি? আমরা তো বাঙ্গালী বৈ আর কিছুই নই। নব্য ভারতীয়ের মুখ হইতে এই কথা বাহির হওয়া অসম্ভব নহে। কারণ মাতৃ-হীন জাতি আর অধিক কি বলিতে পারে? কিন্তু পুরাতন ভারতের কিছু বলিবার আছে। পুরাতন ভারত বলিবে, এক সময়ে ভারতে মাতা ছিল এবং তদনুরূপ সন্তান ও ছিল। মদালসা, গার্গী ও লীলাবতী প্রভৃতি কি প্রকৃত মাতার উপযুক্তা নহেন? এখন অপর কথা ছাড়িয়া মদালসা ও অলর্ক সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহাই বলিব।

মদালসার হৃদয় ধর্ম্ম-প্রবণ, তাহার শিক্ষা ও ধর্ম্ম-প্রবণ। তবে কি তিনি অপরাপর বিষয় অবহেলা করিতেন? তাহা ও নহে। পাঠক! একবার স্মরণ করিয়া দেখুন, মদালসা অলর্ককে কেমন সুন্দর রাজ-নীতি বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই প্রকার রাজ-নীতি অনাদৃত হইবে না। তাঁহার পর তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ। এমন কয়টী মাতা পৃথিবীতে আছেন, যাঁহারা পুত্রকে বন-বাসী করিয়া নিজে সুখী হইতে পারেন, এরূপ মাতার সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু তাহার মধ্যে মদালসা একজন। তিনি জানিতেন, সংসার অরণ্য, ধর্ম্মই প্রকৃত গৃহ, তিনি জানিতেন সংসার কষ্ট ও যন্ত্রনার স্থান, ধর্ম্মই সুখ শান্তির আলয়। তিনি জানিতেন, পৃথিবীর মধ্যে একটী মাত্র নিরাপদ স্থান, তাহা সংসার নহে; তাহা ঈশ্বর।

তবে জানিয়া শুনিয়া কোন প্রাণে মাতা হইয়া পুত্রকে অরণ্যে কষ্ট ও যন্ত্রনা পূর্ণ স্থানে এবং আপদ পূর্ণ অশান্তির আলয়ে অবস্থিতি করিতে পরামর্শ দিবেন ? আর সংসার কি তাহাও তিনি জানেন। সংসারে থাকিয়া কতদূর প্রলোভন সহ্য করিতে হয়, তাহাতে ও তিনি অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তবে এই বিপদ সঙ্কুল সংসারে কোন প্রাণে পুত্রকে ছাড়িয়া দিবেন এই জন্যই মদালসা তাঁহার পুত্র ত্রয়কে তত্ত্ব জ্ঞানের উপদেশ দেন এবং তাঁহারা তত্ত্ব জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যান। তার পর স্বামীর অনুরোধে কনিষ্ঠ পুত্র অলর্ককে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের শিক্ষা দেন। সেই শিক্ষাও নীতি এবং ধর্ম্মানুপ্রাণিত। তিনি জানিতেন, সংসারে থাকিয়া আসক্ত ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা অতি গুরুতর কার্য্য এবং সংসারাসক্ত ব্যক্তি কখনই নিত্য শান্তি উপভোগ করিতে পারে না। শান্তি-হীন জীবন শ্বাস-বিশিষ্ট হইলে ও বাস্তবিক কর্ম্মকারের ভস্ত্রার ন্যায় জীবিত নহে। অপরের প্রতি তাহার জীবনের সুখ শান্তি নির্ভর করে। যাহার সুখ ও শান্তি অপরের হস্তে, তাহার নিত্য শান্তি লাভ করা কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং মদালসা যখন বনে গমন করেন, তখন পুত্রকে স্বীয় অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়া যান। সেই অঙ্গুরীয়কে লিখিত উপদেশ গুলি, দুঃসময়ে অলর্ককে প্রকৃত শান্তি ও আরামের পথ বলিয়া দেয়। হে পাঠক! এখন দেখ, প্রকৃত মাতৃ-স্নেহ কাহাকে বলে ? তুমি বলিতে পার, এ আবার মাতৃ-

স্নেহ কি ? এমন মাতৃস্নেহ চাহি না, যে মাতৃ-স্নেহের পরিণাম পুত্রদিগকে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতে আদেশ করে।”

এইটী উনবিংশ শতাব্দীর কথা বটে কিন্তু আর্য্য রমণী সংসার অপেক্ষা ধর্ম্মকে অধিক ভাল বাসিতেন। সংসার-সুখ অপেক্ষা ব্রহ্মানন্দে অধিকতর সুখ স্বীকার করিতেন। ইহ-কালের লীলা খেলা অপেক্ষা পারত্রিক মঙ্গলকে অধিকতর সম্পদ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এই জন্যই মদালসার বাক্য গুলি, ও আর্য্য হৃদয়ের প্রিয়তম উপদেশ, কার্য্য গুলি আর্য্য হৃদয়ের হৃদ্যবস্তু। ভ্রাতৃ স্নেহ কি, আর কেনই বা ভ্রাতৃ স্নেহের প্রতি লোকের এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ? দুই সহোদর এক সঙ্গে আহার করিতেছে ভ্রমণ করিতেছে, বিদ্যালো-চনা করিতেছে এবং মাতার নিকট বসিয়া আনন্দ মনে কত কি বলিতেছে, ইহা দর্শন করিয়া কাহার না হৃদয়ে আনন্দোচ্ছাস উথলিয়া উঠে। কেনা ভ্রাতৃ-স্নেহ পাই-বার জন্য লালায়িত হয় ? কিন্তু এই ভ্রাতৃ-স্নেহের মৌলিকতা কি, না, একমায়ের গর্ভ জাত, একমায়ের স্তন্যে পরিপোষিত, এক মায়ের স্নেহে পরিবর্দ্ধিত, এক মায়ের অধীনে লালিত পালিত ও শিক্ষিত, এক মায়ের শোণিত উভয় শরীর শিরায় শিরায় প্রবাহিত, এক মায়ের মানসিক ভাব উভয় প্রাণে অনুপ্রাণিত। সুতরাং একজন আর একজনের পক্ষপাতী, একজন আর এক জনের প্রিয়, একজন আর একজনের ভালবাসার বস্তু।

এই ভ্রাতৃ-স্নেহে আবার সংসার চক্রে পড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। নানা বিপ্লবে পতিত হইয়া "ভ্রাতৃ-ভাব" এই মধুর শব্দটী উপহাসের শব্দ হইয়া উঠে। কেন ভ্রাতৃ-ভাব শব্দের এত বিড়ম্বনা? তাহার প্রধান কারণ এই যে, মনুষ্য বয়ঃ প্রাপ্ত হইলেই, প্রায়শঃ দেখা যায় বাল্য কালের আহার বিহার একমাত্র আশ্রয়-ভূত মাতাকে ভুলিয়া যায়। পাঠক! তুমি যদি ভ্রাতৃ স্নেহে বুঝিতে চাও তাহা হইলে এই একটী কার্য্য কর আজীবন একমায়ের স্তনপান কর, এক মায়ের স্নেহে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হও একমায়ের অধীনে থাকিয়া লালিত পালিত ও শিক্ষিত হও। ভাতৃ ভাব কি সুন্দর বস্তু, তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। তুমি এখন বলিবে, বাতুলের ন্যায় বকিতেছ কেন? সেই মাতাই বা কোথায় আর সেই আহারীয় স্তন্যই বা কোথায়, আর সেই মাতৃ-শাসনই বা কোথায়, যাঁহার স্তন্য পান করিয়া ও অধীনে থাকিয়া জগৎ শুদ্ধ লোক এক ভ্রাতৃ-স্নেহ পাশে বদ্ধ থাকিবে? এখন আমরা বয়স্ক হইয়াছি, শরীর পরিবর্ত্তনের সহিত আহারীয়ের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, জ্ঞানোন্নতির সহিত মাতার জ্ঞানের ভ্রম-প্রমাদ বুঝিতেছি, তবে কেমন করিয়া আজীবন সেই ভ্রাতৃ ভাব রক্ষণ করি, বল। আমি এমন মায়ের কথা বলিতেছি না। আমি সেই বিশ্ব-জননী ঈশ্বরের কথা বলিতেছি। যে প্রেম-সুধা পান করিয়া সুবাহু আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন, যে প্রেম-সুধা

পান করিয়া সুবাহুর আত্মা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, যে প্রেমের শাসনে শাসিত হইয়া সুবাহুর ভ্রাতৃ ভাব অলর্ককে সংসার হইতে অনাসক্ত হইবার জন্য উত্তেজিত করিল, আমি সেই প্রেম-রূপিনী জগজ্জননীর কথা বলিতেছি। আমি সুবাহুর ভ্রাতৃ ভাবের এত প্রশংসা করিতেছি কেন ? তাঁহার মনকে আমি বুদ্ধের অনুরূপ বলিয়া স্বীকার করি কেন, তাহার কারণ এই সুবাহু দেখিলেন, সংসারে সুখ বা শান্তি নাই। সংসারাসক্তি একবার হৃদয়ে প্রবেশ করিলে হৃদয় ভগ্ন হওয়া পর্য্যন্ত আর সেই আসক্তি হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই। সংসারাক্ত জীব সুখ ও শান্তি হইতে বঞ্চিত। তিনি জীবনের সুখকি তাহা জানিতেন এবং ঈশ্বরেব প্রেম, উপমা রহিত বলিয়া মনে করিতেন। তিনি জানিতেন মানব জীবনে যে শান্তি আছে, তাহা নিজের নিকট নাই, ঈশ্বরের নিকট। কিন্তু কোন্ প্রাণে তিনি তাঁহার সহোদরকে পরিত্যাগ করিয়া একটী এই অতুল শান্তি সুধা পান করিবেন ? তিনি বাল্যকালের মাতৃ স্নেহ স্মরণ করিলেন। সরল ভ্রাতৃ ভাব চিন্তা কবিলেন এবং সেই মাতৃ হৃদয় স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন "যে হৃদয় হইতে আমার হৃদয় ও ধর্ম্ম ভাবের উৎপত্তি এবং বিকাশ, যে হৃদয় হইতে আমার হৃদয়ে অনাসক্তির আবির্ভাব ও বিভূ প্রেমের প্রকাশ সেই হৃদয় হইতেই আমার ভ্রাতৃ-হৃদয় সমুৎপন্ন হইয়াছে। তবে আমি কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি ? আমার বাল্যকাল স্মরণ হইতেছে। মাতৃ-স্তন্য পূর্ব্বে আমি পান করিতাম,

ঈশ্বরের প্রেমামৃত পান করিয়া আসিতেছি একাকী পান করিয়া আর তৃপ্তি লাভ করিতে পারিনা, অলর্ককে প্রেমসুধা পান করিবার জন্য ডাকিতে হইল। তাই এক আঘাতে অলর্কের হৃদয় ভগ্ন করিলাম। সেই হৃদয়ের সহিত তাহার বিষয়াসক্তির অশান্তি ও ভগ্ন হইল। এখন উভয় ভ্রাতায় মিলিয়া এক প্রেম-স্তন্য পান করিতে সক্ষম হইতেছি।

পাঠক! সুবাহুর জীবনের ভ্রাতৃ ভাবের দৃষ্টান্ত, মানব জীবনের কি অতি উচ্চ আদর্শ নহে।

অলর্কের জীবন যদিও নদী-বদ্ধ বিহারা পুষ্পের ন্যায় ঘটনা স্রোতে বাসিত তথাপি তাহা শোভা হীন ও গন্ধ হীন নহে, ধন, মান, ও প্রভুত্বে, আশক্তি মানব জীবনেব একটী অপরিহার্য্য দুর্ব্বলতা, এই দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে ঐশীবলের আবশ্যক, যত দিন মনুষ্য হৃদয় মনুষ্যের থাকে যত দিন মানুষিক শক্তি মানুষের নিয়ামক বলিয়া প্রতীতি থাকে ততদিন মানব জীবনে ঐশী শক্তির বিকাশ হয় না, এই ঐশী শক্তির বিকাশ না হইলে মানুষের সংসারাশক্তি চূর্ণ করিয়া ও ঘটনা স্রোতের প্রতিকূলে চলিবার শক্তি জন্মে না। অলর্ক যখন এই দিব্য শক্তি হইতে বঞ্চিত ছিলেন তত দিনই ঘটনা ইহাকে লইয়া পুত্তলিকার ন্যায় ক্রীড়া করিতেছিল; আর যখনই ইহার হৃদয়ে ঐশী শক্তির প্রভাব বিস্তার হইতে আরম্ভ হইল তখনই তিনি সাংসারিক আশক্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া

পরম শান্তি নিকেতন ভগবানের একান্তাশ্রয় প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন!

মহাভারতে এরূপ লিখিত আছে, শুকদেব যখন রাজর্ষি জনকের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার জন্য আগমন করেন তখন তিনি জনকের ঐশ্বর্য্য ও ভোগবিলাসিতা দেখিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন; আমি ব্যাস পুত্র শুক, এ সংসারাশক্ত রাজা, আমি কি একজন বিষয়ি লোকের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিব? আর বিলাসি ব্রহ্মজ্ঞানের জনেই বা কি! তবে পিতা কেন আমাকে এইরূপ অসৎ গুরুর নিকট ব্রহ্ম দীক্ষা গ্রহণ করিতে প্রেরণ করিলেন! এইরূপ লিখিত আছে, জনক শুকদেবের মুখ ভঙ্গী দর্শন করিয়া তাহার মনের ভাব অবগত হইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ মায়াময় অগ্নী দ্বারায় রাজধানী দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন, রাজধানী ভষ্মীভূত হইবার সময় শুকদেব তাহার কমণ্ডলু ও কৌপিন লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, এই দৃশ্য দেখিয়া জনক বলিলেন, দেখ আশক্তি তোমারও যা আমারও তা, তবে প্রভেদ এই আমি রাজ্যাশক্তি পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছি তুমি কমণ্ডলু ও কৌপিনের আশক্তি পরিত্যাগ করিতে পার নাই। আশক্তি পরিত্যাগ করিতে না পারিলে ব্রহ্মসত্ত্বা লাভ করা যায় না। জনকের কথা ছাড়িয়া দাও। কুমার সন্যাসী শুক ও অনেক দিন বিষয় আশক্তির অধীন ছিলেন। এই বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করা সামান্য ধর্ম্মবলের কার্য্য নহে। মহামনা অলর্কের জীবনের

প্রধান সৌন্দর্য্য এই তিনি অল্পায়াসেই সংসারাসক্তির পরপারে গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অধিকাংশ ঋষি জীবন পাঠ করিলে ক্ষমার কোন অর্থ বুঝা যায় না। আকুমার সন্যাসী মাত্রেরই জীবন কঠোর ও নিরস, কঠোর ও নীরস জীবন হইতে ক্ষমা পাইবার আশাও করা যায় না। অলর্কের জীবন ক্ষমাময়, শত্রু কাশীরাজ তিরস্কার করিলেন, অলর্ক নত-শিরে সহ্য করিলেন, শত্রু কাশীরাজ ভৎর্সনা করিলেন, অলর্ক বিনয় প্রদর্শন করিয়া সেই ভৎর্সনার প্রত্যুত্তর দিলেন, কাশীরাজের জীত রাজ্য অলর্ককে প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলেন অলর্ক তৃণের ন্যায় তাচ্ছল্য ভাবে রাজ্য উপেক্ষা করিলেন, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম জীবনে আর কি অধিকতর শোভা হইতে পারে। ঈশ্বর সুদ্ধ, ধর্ম্ম মধুময়, যোগ প্রাণপ্রদ, সংসার অসার, বিষয় বাসনা তিক্ত, বিলাস সম্ভোগ বিষময়, অলর্কের জীবন ইহার সুপষ্ট সাক্ষ্য, তিনি ঈশ্বরকে এত ভাল বাসিতেন যে কোন প্রকার বাধাই তাহাকে ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইল না।' তিনি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যে এত মোহিত হইয়াছিলেন যে কোন সৌন্দর্য্যই সেই সৌন্দর্য্যের অভাব পূর্ণ করিতে পারিল না। তিনি যোগকে এতদূর প্রিয়তম জ্ঞান করিতেন যে সেই যোগ সম্ভোগের জন্যই তিনি বিষয় বিরাগী হইলেন এই অলর্ক জীবনে আর একটী সৌন্দর্য্য আছে। আমরা সাধু জীবনের প্রশংসা শুনিয়া থাকি কিন্তু অলর্কের জীবন এই শিক্ষা দেয় যে যত কেন বিষয়াসক্তির দ্বারায় আকৃষ্ট হওনা

যদি যথা সময়ে সাধু শিক্ষকের আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলে বিষয় বাসনা পরিত্যাগ নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় অতি সহজ। অলর্কের জীবন চরিত শেষ হইল কিন্তু তাঁতার জীবনের জীবন্ত ভাব আধ্যাত্মিক ভাষায় অনন্ত ঈশ্বরের স্বর্গীয় ক্রোড়ে চির বিরজিত থাকিবে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে পিতা মাতার অবয়ব পুত্রে সংক্রমিত হইয়া থাকে, অনেক সময় পুত্রকে দর্শন করিলেই এ অমুকের পুত্র এই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি, এমন কি পুত্র ও কন্যা দিগকে পিতা মাতার প্রতিনিধি বলিলে ও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্র পুত্রকে পিতার প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করেন, এবং পুত্রনাশে নির্ব্বংশ হইবেন এই আশ-ঙ্কায় সংঙ্কিত থাকেন। যাহারা স্থূল শরীরকেই পুত্র বলিয়া মনে করেন তাহারা চির নির্ব্বংশ কারণ এক দিন না এক দিন সকলেরই ধারা বাহিক বংশ লোপ পাইয়া যাইবে, অপর দিকে আত্মা সম্বন্ধে ও সেই রূপ পিতা মাতার আত্মার প্রকৃতি পুত্রেতে সংক্রমিত হইতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত অলর্ক, মদালসা সংসারে অনাশক্ত ও ধর্ম্ম পরায়ণতা পূর্ণ ভাব অলর্ক জীবনে লক্ষিত হইতেছে লোক যে কেন পুত্রাদির নাশ হইলে নিজকে নির্ব্বংশ মনে করে তাহা জানি না, সকল বংশই এক দিন নির্ব্বংশ হইবে তবে ধার্ম্মিকের বংশ নির্ব্বংশ হইতে পারে না, ধার্ম্মিক পিতার ধার্ম্মিক পুত্র অনন্ত কাল ঈশ্বর সহবাসে থাকিবে সুতরাং

তাহার নির্ব্বংশ হইবার সম্ভাবনা কোথায়! আর মানব আত্মাতে পিতা মাতার ধর্ম্মনীতি ও ধর্ম্মজ্ঞান ভিন্ন কিছুই সংক্রমিত হয় না। আত্মা অনন্তকাল স্থায়ী সুতরাং পিতা মাতা হইতে প্রাপ্ত যে ধর্ম্মনীতি, ধর্ম্মজ্ঞান তাহাও অনন্তকাল স্থায়ী কাজেতেই এই রূপ বংশ নির্ব্বংশ হইতে পারে না। মদালসার বংশ ও নির্ব্বংশ নয়, কারণ তাঁহার হৃদয় রত্ন অলর্ক এখন ও পরকালে তাঁহার চিহ্ন লইয়া স্বীয় পিতা মাতার গৌরবে সাক্ষ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

